Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Bhadra 29, 1433 Bangla, September 13, 2026, Sunday, No.250, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has urged patriotic citizens, businessman and young entrepreneurs to work together to build prosperous Bangladesh. [Jago News: 09]

The Prime Minister has urged youths to join hands in combating dengue while inaugurating nationwide dengue prevention and cleanliness campaign. [R. Today: 18]

Commerce Minister has said, Bangladesh has set target of attracting an additional $5 billion investment from US over next five years. [R. Today: 20]

Prime Minister's Education, Primary and Mass Education Adviser has informed that AI, robotics and cybersecurity will be introduced in textbooks for grades six to ten from next year. [R. Today: 20]

Country's food grain stock has increased to 148,484 metric tonnes in six months of present government. [Jago News: 10]

Bangladesh Railway has been issued instructions to all departments to take necessary steps to meet revenue collection targets for 2026-27 fiscal. [Jago News: 13]

Seven more children have died in measles across country in last 24 hours. [Jago News: 11]

DMP has arrested 32 leaders and activists of banned Awami League for allegedly taking part in procession in Gulshan. [Jago News: 12]

Joint declaration has been adopted in BRICS summit in New Delhi expressing deep concern centering Middle East situation. [DW: 08]

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ভাদ্র ২৯, বাংলা ১৪৩৩, সেপ্টেম্বর ১৩, ২০২৬, রবিবার, নং- ২৫০, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

সমৃদ্ধ ও কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দেশপ্রেমিক নাগরিক, ব্যবসায়ী, তরুণ উদ্যোক্তা, গবেষকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের। [জাগো নিউজ: ০৯]

দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে ডেঙ্গু মোকাবেলায় তরুণদের ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর। [রেডিও টুডে: ১৮]

আগামী পাঁচ বছরে অতিরিক্ত ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মার্কিন বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যে সরকার ও আমেরিকা একসঙ্গে কাজ করবে, জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী। [রেডিও টুডে: ২০]

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ে এআই, রোবোটিক্স ও সাইবার সিকিউরিটিকে আগামী শিক্ষাবর্ষে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা। [রেডিও টুডে: ২০]

বর্তমান সরকারের ছয় মাসে দেশের খাদ্যশস্যের মজুত বেড়ে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৪৮৪ মেট্রিক টনে উন্নীত। [জাগো নিউজ: ১০]

বাংলাদেশ রেলওয়ের সব বিভাগকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ। [জাগো নিউজ: ১৩]

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে একদিনে আরও সাত শিশুর মৃত্যু। [জাগো নিউজ: ১১]

রাজধানীর গুলশানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ার অভিযোগে ৩২ জনকে গ্রেফতার ডিএমপির। [জাগো নিউজ: ১২]

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে যৌথ ঘোষণা গৃহীত। [ডয়চে ভেলে: ০৮]

বিবিসি

একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলে সম্পত্তি বণ্টন হবে কীভাবে?

বাংলাদেশের কুমিল্লার বাসিন্দা আজফর হোসেনের দুই স্ত্রী। তবে প্রথম স্ত্রী বা তার সন্তানেরা দ্বিতীয় স্ত্রীর খবর জানতেন না। মি. হোসেনের মৃত্যুর পর সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় এই তথ্য প্রকাশ পায়। রাজধানী ঢাকায় চাকরি করার সময় ধানমন্ডিতে একটি পাঁচতলা ভবন নির্মাণ করেছিলেন মি. হোসেন। সড়ক ও জনপথ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এই ইঞ্জিনিয়ারের নিজ জেলায় যেমন রয়েছে বিপুল সম্পত্তি, তেমনি মৃত্যুর পর ঢাকার সম্পত্তির কথাও জানতে পারেন প্রথম স্ত্রী ও তার সন্তানেরা। তবে ঢাকায় শুধু ওই একটি ভবনই নয়, বরং মি. হোসেনের আরো ফ্ল্যাট এবং প্লটের সন্ধান পায় পরিবার। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে এক ছেলে রয়েছে। প্রথম স্ত্রীর তিন মেয়ে, ছেলে নেই। ২০২২ সালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মি. হোসেন মারা যাওয়ার পর প্রথমে ধানমন্ডির বাড়ির ভাগ নিয়েই সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতায় পড়েন তার প্রথম স্ত্রীসহ স্বজনরা। কেননা কাগজে কলমে ওই পাঁচতলা বাড়িটি দ্বিতীয় স্ত্রীর নামে রেজিস্ট্রি ও নামজারি করা। মি. হোসেনের প্রথম স্ত্রী সেলিনা হোসেন জানান, "মুসলিম পারিবারিক আইনানুযায়ী, যেহেতু তার ছেলে সন্তান নাই, তাই এখন মৃত স্বামীর সব সম্পত্তিতে তার তিন মেয়ের ভাগ কমে যাবে। কারণ দ্বিতীয় স্ত্রী আর তার ছেলের ভাগেও সম্পত্তির অংশ যাবে।" যে গল্পটি এতক্ষণ পড়লেন, সেটি একটি মুসলিম পরিবারের। অনেকেরই হয়ত কৌতূহল হচ্ছে যে, তাহলে কোনো পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলে ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মের উত্তরাধিকার আইনে কীভাবে সম্পত্তি বণ্টন করার কথা বলা হয়েছে? স্বামীর সম্পত্তি কোন স্ত্রী কতটুকু পাবেন?

একাধিক মুসলিম বিধবা স্ত্রীর অধিকার

বাংলাদেশে মুসলিম আইনানুযায়ী, একজন পুরুষের একই সময়ে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী থাকতে পারবে। এর বেশি হলে অর্থাৎ চারজনের পরে পঞ্চম বিয়ে করলে সেই বিয়ে বাতিল হবে না, কিন্তু 'অনিয়মিত বিয়ে' বলে গণ্য করা হবে। আইনজীবীরা জানান, একজন ব্যক্তি মারা যাওয়ার আগে তার সম্পত্তির ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকার তৈরি হয় না। অর্থাৎ ওই ব্যক্তি জীবিত থাকাবস্থায় নিজেই সব সম্পত্তির মালিক। তিনি জীবদ্দশায় সম্পত্তি বিক্রি বা হেবা বা দান করতে পারেন নিজের ইচ্ছায়। মারা যাওয়ার পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকার তৈরি হয়। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী উজ্জল ভৌমিক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মুসলিম একজন পুরুষের স্ত্রীর সংখ্যা স্বামীর সম্পত্তিতে তার অংশের পরিমাণকে প্রভাবিত করে।" স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর উত্তরাধিকার বণ্টন নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। স্ত্রী কতজন, সন্তান আছে নাকি নেই, কতজন সন্তান, সন্তান ছেলে না মেয়ে এমন নানা বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই সম্পত্তি বণ্টন করা হয় বলে জানান মি. ভৌমিক। আবার কোনো ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে তালাক দেন, কিন্তু সেই ঘরে সন্তান থাকে, তবে সেই সন্তান ওই ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী সম্পত্তির ভাগ নয়, বরং যদি পাওনা থাকে তবে দেনমোহর ও খোরপোশ পাবেন।

সন্তান থাকলে স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর ভাগ

আইনানুযায়ী, স্ত্রীর সংখ্যা এক বা একাধিক হোক, সবাই মিলে স্বামীর সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ পান। আইনজীবী মি. ভৌমিক বলেন, যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান থাকে, তাহলে বিধবা স্ত্রী বা একাধিক স্ত্রীসহ সবাই মিলে স্বামীর সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ অংশ পাবেন। অর্থাৎ স্ত্রী একজন বা চারজন যতজনই থাকুক না কেন, স্বামীর সম্পত্তির আটভাগের একভাগই সবার মধ্যে বণ্টন হবে। একজন থাকলে তিনি একাই ওই অংশ পাবেন। একাধিক থাকলে সবার মধ্যে সমবণ্টন হবে বলে জানান মি. ভৌমিক।

সন্তান না থাকলে সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর অংশ

যদি সন্তান না থাকে, সেক্ষেত্রে একজন স্ত্রী অথবা একাধিক স্ত্রী থাকলে সবাই মিলে মৃত স্বামীর মোট সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ অংশ পাবেন বলে জানান আইনজীবীরা। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী বা তার সন্তান কি সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবেন? সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মি. ভৌমিক জানান, যদি তালাক হয়, তবে সেই স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার বঞ্চিত হন। তবে আইনানুযায়ী, দেনমোহর এবং ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ পাবেন তিনি। তবে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ঘরে মৃত স্বামীর ঔরসজাত সন্তান বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।

স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার

বাংলাদেশে হিন্দু আইন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সাধারণত দায়ভাগ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে, হিন্দু আইনে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার খুবই সীমিত ছিল বলে জানান আইনজীবী মি. ভৌমিক। একজন হিন্দু পুরুষের একাধিক বিয়েতে বাধা নেই বলে জানান আইনজীবীরা। তবে, প্রথম স্ত্রী থাকাকালীন অন্য স্ত্রীদের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন আইনজীবীরা। আইনজীবী উজ্জল ভৌমিক বলেন, "একজন হিন্দু পুরুষ স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও একাধিক বিয়ে করতে পারবেন। কিন্তু কেবল প্রথম স্ত্রীই আইনগত বৈধতা পাবেন। দ্বিতীয় স্ত্রী স্বামীর আইনগত স্ত্রী হিসেবে কোনো স্বীকৃতি পান না। কোনো আইনি অধিকার যেমন ভরণপোষণ বা সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবি করতে পারবেন না।" মি. ভৌমিক জানান, প্রথম বিয়ে বলবৎ থাকাবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে আইনগতভাবে অকার্যকর বলে গণ্য হবে। একইসাথে এই স্ত্রীর সন্তানরা বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু ভরণপোষণ পাওয়ার আইনি অধিকার রয়েছে। একইসাথে দ্বিতীয় বিয়ের অপরাধে হিন্দু ওই পুরুষ ফৌজদারি শাস্তির

অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারেন বলেও উল্লেখ করেন আইনজীবী মি. ভৌমিক। তিনি বলেন, "হিন্দু পুরুষটি দণ্ডবিধির ৪৯৪ ধারা অনুযায়ী দ্বিবিবাহের বা বাইগ্যামির অপরাধে অভিযুক্ত হবেন।" হিন্দু আইনানুযায়ী, স্বামীর জীবিত থাকলে তার সম্পত্তির ওপর স্ত্রীর কোনোরকম অধিকার থাকে না। কেবল ভোগ করতে পারবেন। ওই ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর হিন্দু বিধবা একজন স্ত্রী তার এক ছেলে যে পরিমাণ সম্পত্তি পাবে, সেই সমান অংশ জীবনস্বত্ব পাবেন। অর্থাৎ, তিনি নিজের জীবদ্দশায় স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করতে পারবেন, কিন্তু হস্তান্তর করতে পারবেন না। এমনকি নিজের সন্তানকেও দান করতে পারবেন না। তবে আইনগত প্রয়োজন যেমন : স্বামীর শ্রাদ্ধ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, দেনা পরিশোধ, নিজের ভরণপোষণ এবং সন্তান থাকলে তার ভরণপোষণ, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি প্রয়োজনে বিধবা হিন্দু নারী স্বামীর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন। তিনি মারা যাওয়ার পর এই সম্পত্তি বিধবা সম্পত্তি বা উইডোজ এস্টেট হিসেবে মৃত স্বামীর পুরুষ উত্তরাধিকারের দখলে চলে যাবে বলে জানান আইনজীবীরা। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আরেকজন আইনজীবী প্রশান্ত কুমার কর্মকার বলেন, কোনো ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকলে প্রত্যেক স্ত্রী এক পুত্র সন্তানের সমান অংশ করে সম্পত্তি জীবনস্বত্বে ভোগ দখল করবেন। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রশান্ত কুমার কর্মকার বলেন, "যদি দশজন পুত্র থাকে, তারা যে অংশটা পাবে, মাও সেই এক ছেলের সমান পাবেন।"

খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মে কী বলা হয়েছে?

খ্রিষ্টান ধর্মে একাধিক বা বহুবিবাহের অনুমতি নেই বলে জানান আইনজীবীরা। বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলা পিডিয়ায় বলা হয়েছে, কোনো দেশীয় খ্রিষ্টানের স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকলে ওই ব্যক্তি অপর কোনো দেশীয় খ্রিষ্টানকে বিয়ে করতে পারে না। আইনজীবী প্রশান্ত কুমার কর্মকার জানান, "খ্রিষ্টান আইনে দ্বিতীয় বিবাহের কোনো অনুমতিই নাই। কারণ চার্চ এটা অনুমোদন করে না।" তবে, খ্রিষ্টান একজন স্ত্রী মৃত স্বামীর সম্পত্তির অংশ পান। তিনি একজন ছেলের সমান ভাগ পান বলে জানান মি. কর্মকার। উজ্জল ভৌমিক ও প্রশান্ত কুমার কর্মকার দুইজন আইনজীবীই জানিয়েছেন, বাংলাদেশে বৌদ্ধরা হিন্দু আইন অনুসরণ করে থাকে। ফলে সেই হিসেবে একজন বৌদ্ধ পুরুষ একাধিক বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু সম্পত্তির উত্তরাধিকার পান না প্রথম স্ত্রী ছাড়া অন্য স্ত্রীরা।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

ন্যানো ফার্টিলাইজার কী, ব্যবহার হয় কীভাবে?

বাংলাদেশের প্রায় ১৮ কোটি মানুষের খাবার জোগাতে প্রতি বছরই জমিতে সারের ব্যবহার বাড়ছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই কৃষি পণ্যের সরবরাহ এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ে নানা চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে সার ব্যবস্থাপনা নিয়ে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরির অভিযোগ উঠেছে। কোথাও সড়ক আটকে বিক্ষোভ হয়েছে আবার কোথাও ঘটেছে লুটপাটের ঘটনা। এমন প্রেক্ষাপটে, সার নিয়ে ভবিষ্যৎ সংকট থেকে বাঁচার জন্য এখন "ন্যানো ফার্টিলাইজার" বা অণু সারের দিকে তাকাচ্ছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা, যা বৈশ্বিক কৃষিতে চতুর্থ বিপ্লব হিসেবেই পরিচিতি পাচ্ছে। তারা বলছেন, গেল দুই দশকে কৃষি জমিতে ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমওপির মতো প্রচলিত রাসায়নিক সারের ব্যবহার কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় বেশ কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের মতো কৃষি নির্ভর দেশগুলোকে, একদিকে অতিরিক্ত চাহিদার জোগান দিতে বাড়তি খরচে সার আমদানি করতে হচ্ছে, অন্যদিকে মাত্রাতিরিক্ত সারের ব্যবহারে মাটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া সারের অপচয়, উৎপাদন খরচ এবং পরিবেশ দূষণের মাত্রাও বাড়ছে। কৃষি বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিশ্বব্যাপি গত দুই দশকে অন্যান্য খাতের মতো কৃষিতেও ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহার ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্য, সার উৎপাদনের দিকেও নজর দিয়েছে বিশ্বের উন্নত অনেক দেশ। বিশেষ করে, ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাত শুরুর পর, বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের পাশাপাশি সার নিয়েও বড়ো ধাক্কা খেয়েছে কৃষি নির্ভর অনেক দেশ। ফলে সার উৎপাদনে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে তারা। যদিও এখনও এই তৎপরতায় পিছিয়ে বাংলাদেশ। কৃষি বিজ্ঞানীরা বলছেন, ন্যানো ফার্টিলাইজারের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সার আমদানি ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব।

ন্যানো ফার্টিলাইজার কী?

ন্যানো ফার্টিলাইজার হলো নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম সহ অনুখাদ্য যেমন দস্তা, লোহা, বোরনকে ন্যানো-আকারে তৈরি সার। ন্যানো মানে- ১ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার। সাধারণত সারের দানা খালি চোখে দেখা যায়। কিন্তু ন্যানো ফার্টিলাইজার এর কণা এত ছোট হয় যে, এক লিটার পানিতে ৫০০ মিলিয়ন পর্যন্ত কণা মেশানো সম্ভব। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ন্যানো ফার্টিলাইজার-এর তিনটি বিশেষ গুণ রয়েছে। এর আকার ছোট হওয়ায় ফসলের পাতা কিংবা শেকড়ের সংস্পর্শে আসার জায়গা অনেক বেশি। ন্যানো কণাগুলোকে পলিমার বা ক্লে দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ফলে এই সার ৪০ থেকে ৫০ দিন ধরে ধীরে ধীরে গাছকে খাবার দেয়, যা একবার স্প্রে করলেই যথেষ্ট। পাতায় ন্যানো ফার্টিলাইজার স্প্রে করলে স্টোমাটা বা ছিদ্র দিয়ে সরাসরি গাছের ভেতরে ঢুকে যায়। আর মাটিতে দিলে শেকড় সহজেই টেনে নিতে পারে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত দুইটি পণ্য হলো, ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো ডিএপি। এগুলো সাধারণত তরল আকারে বোতলে পাওয়া যায়। কৃষি বিজ্ঞানীদের অনেকেই বলছেন, সাধারণ হিসেবে- ৫০০ মিলি ন্যানো ইউরিয়া এক বস্তা বা ৪৫ কেজি ইউরিয়ার সমান নাইট্রোজেন দিতে সক্ষম। ভারত, চীনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষি উৎপাদনে ন্যানো ফার্টিলাইজার ব্যবহার শুরু হয়েছে বলেও জানান বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশে ন্যানো ফার্টিলাইজার

২০১২ সালে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ন্যানো টেকনোলজির একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন থেকেই কৃষিতে ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহার নিয়ে কাজ শুরু হয়। যার প্রতিফলন ঘটেছিল ২০১৮ সালে প্রণিত জাতীয় কৃষি নীতিতে। যেখানে কৃষি খাতে ন্যানো ফার্টিলাইজার, ন্যানো পেস্টিসাইড এবং ন্যানো সেন্সর-এর ব্যবহার ও প্রসারের বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কিন্তু জাতীয় নীতিতে থাকলেও বাংলাদেশের কৃষিতে বাস্তবিকভাবে ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার এখনও খুব একটা সম্ভব হয়নি। গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. তোফাজ্জল ইসলাম বলছেন, জাতীয় নীতিতে স্থান পেলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নীতি সহায়তা না থাকায়, বিচ্ছিন্নভাবে কিছু গবেষণা হলেও কৃষিতে ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহার খুব একটা এগোইনি। এমনকি সফল গবেষণার পরও কোনো পণ্য বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের দিকে যাওয়ার প্রক্রিয়াও তৈরি হয়নি। "আমরা গবেষণা করে একটা ন্যানো ফাঙ্গিসাইড তৈরি করলাম যেটা টক্সিক না কিন্তু সূর্যের আলোতে অ্যক্টিভেটেড হয়ে বাতাসের অক্সিজেন এবং আদ্রতা ব্যবহার করে সুপার অক্সাইড তৈরি করে, যা ফাঙ্গাসের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু সমস্যা হলো কমার্শিয়ালি এমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি নাই, যারা এটা উৎপাদন করবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমদ খায়রুল হাসান বলছেন, বিদেশ থেকে সার আমদানির ক্ষেত্রে যে ভর্তুকি বাংলাদেশে দিচ্ছে ন্যানো ফার্টিলাইজারে গেলে সেটি কমানো সম্ভব। "আমদানি করার ইউরিয়ার ২৫ শতাংশও যদি সেইভ করা যায়, তাহলে প্রায় পাঁচ হাজার টন ইউরিয়ার অর্থ বাঁচানো সম্ভব," বলেন মি. হাসান। বাংলাদেশে ন্যানো ফার্টিলাইজার নিয়ে গবেষণা এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন বলেই মনে করেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেষক। "এখানে আমাদের কাজ করার সুযোগ আছে। সরকার যদি একটু নজর দেয় এখানে, পলিসি সাপোর্ট বা অর্থনৈতিক সাপোর্ট দেয় তাহলে আরও এক্সপেরিমেন্টের সুযোগ আছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

উৎপাদন কী বাড়ে?

বাংলাদেশের মতো স্বল্প জমি, উচ্চ জনসংখ্যা ও সারের উপর ভর্তুকিনির্ভর দেশের জন্য ন্যানো সার গেম-চেঞ্জার হতে পারে বলেই মনে করছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। তারা বলছেন, এই ধরনের সার ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন চার গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। যেখানে প্রচলিত ইউরিয়ার মাত্র ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ফসল গ্রহণ করতে পারে। বাকি ৬০ শতাংশ বাতাসে উড়ে যায় বা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যায়। সেখানে ন্যানো সারের দক্ষতা বা ফসলের গ্রহণ সক্ষমতা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। এতে করে একই ফলনের জন্য অর্ধেকেরও কম সার প্রয়োজন হবে। ফলে সার উৎপাদন বা আমদানিতে সরকারের ভর্তুকি কমবে। অতিরিক্ত ইউরিয়া ব্যবহারের কারণে মাটি এবং পানির যে ক্ষতি হচ্ছে, সেটিও কমবে বলেই মনে করেন কৃষি ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানীরা। প্রচলিত ইউরিয়া সারের তুলনায় ন্যানো ইউরিয়া পরিমাণে কম ব্যবহার হওয়ার ফলে মাটি এবং পরিবেশের ক্ষতিও কম হবে বলেই মনে করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. তাহসিনা শারমিন হক। তিনি বলছেন, বিশ্বব্যাপী ২০২০ সালের পর থেকেই মূলত ন্যানো সার ব্যবহারের প্রবণতা খানিকটা বেড়েছে। যার বেশিরভাগই তরল আকারে। এছাড়া বায়োচার কোটেড অর্থাৎ বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চতাপে কাঠের গুড়ি ব্যবহার করে দানা আকারে তৈরি ইউরিয়া সার নিয়েও গবেষণা চলছে। এক্ষেত্রে একেক ধরণের সারের মাটিতে ক্ষতির প্রভাব একেক রকম হওয়ায়, এর নির্দিষ্ট মাত্রা বলা কঠিন। "বায়োচার কোটেড হওয়ার কারণে এটি মাটির জন্য অবশ্যই ভালো হবে। এই ধরনের কাজ গোটা বিশ্বেই খুব কম হয়েছে। আমাদের এখানে যে কাজটি হচ্ছে, সেটার ট্রায়ালটা দেওয়ার পরই আসলে বলা যাবে যে মাটিতে ইমপ্যাক্ট কী হলো," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

বাংলাদেশে ন্যানো ফার্টিলাইজার নিয়ে বড়ো পরিসরে গবেষণা না হলেও পৃথকভাবে এ নিয়ে কাজ করছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট- ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো জিংকের মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষাও করছে। ন্যানো ইউরিয়া নিয়ে গবেষণা করছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমদ খায়রুল হাসান। তিনি বলছেন, ন্যানো সার ধীরে ধীরে মুক্তি পাওয়ায় তা মাটিতে জমে না, নদীতেও যায় না। ফলে অপচয় কম হয় এবং উৎপাদন খরচও কমে। বায়োচার কোটেড ন্যানো ইউরিয়া নিয়ে কাজ করছেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেষক। তিনি বলছেন, তরল অবস্থায় থাকা ন্যানো সারের থেকেও কার্যকর হতে পারে বায়োচার কোটেড অবস্থায় থাকা ন্যানো সার। "এক্ষেত্রে নরমাল ন্যানো ইউরিয়ার তুলনায় বায়োচার কোটেড ন্যানো ইউরিয়া আরও বেশি সময় ধরে রিলিজ হয়। ফলে অপচয় এবং দূষণ আরও কম হয়," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। মি. হাসান বলছেন, ন্যানো সার থেকে ফসল যে উপাদান গ্রহণ করবে, সেটি ধীরে ধীরে নির্গত হয়। যার ফলে সারের কার্যকারিতা বাড়ে এবং অপেক্ষাকৃত কম সার দিয়েই কাজ হয়, উৎপাদন বাড়ে। কৃষি বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, ন্যানো সিলিকন ও ন্যানো জিংক গাছের কোষকে শক্ত করে। ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় এর ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের ফলন ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। তাদের মতে, একজন কৃষককে বছরে তিন থেকে চারবার ইউরিয়া ছিটাতে হয়। ন্যানো ইউরিয়া সার দুইবার স্প্রে করলেই হয়। এতে শ্রমিক খরচ ও সময় দুটোই বাঁচবে। এছাড়া গমে ন্যানো জিংক স্প্রে করে ফলন ৮ থেকে ১২ শতাশ পর্যন্ত বাড়ানে গেছে। ভুট্টায় ন্যানো বোরন স্প্রে করলে দানা পুষ্ট হয়। টমেটো, আলু, মরিচ ও আমে ন্যানো স্প্রে করে কৃষকরা

কীটনাশক ও সারের খরচ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো গেছে বলেও প্রাথমিক জরিপে উঠে এসেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ন্যানো সারের উৎপাদন ও পরিবহণে কার্বন ফুটপ্রিন্ট ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কমনো সম্ভব। এছাড়া নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসও কম নির্গত হয়।

চ্যালেঞ্জ কোথায়

বাংলাদেশে ন্যানো ফার্টিলাইজার নিয়ে গবেষণা এবং এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, ন্যানো টেকনোলজিতে এখনও খুব একটা এগোতে পারেনি বাংলাদেশ। ফলে ন্যানো ফার্টিলাইজার নিয়ে গবেষণায় প্রযুক্তিগত নানা ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া কৃষি নীতিতে অন্তর্ভুক্ত হলেও সরকারি পর্যায়ে নীতি সহায়তার ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহ নেই বলেও মনে করে বিশেষজ্ঞরা। অধ্যাপক ড. মো. তোফাজ্জল ইসলাম বলছেন, "আমাদের দেশে বহু আগে থেকেই ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রে ন্যানো টেকনলজি নিয়ে কাজ হচ্ছে কিন্তু বায়োলজিতে ন্যানো ম্যাটেরিয়ালের কাজ খুব একটা হয়নি।" এছাড়া ন্যানো ফার্টিলাইজার দিয়ে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে নাইট্রোজেনের যে পুরো চাহিদা সেটি পূরণ করা সম্ভব নয় বলেই মনে করেন গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. তোফাজ্জল ইসলাম। তিনি বলছেন, "আমাদের রাইসের যে নাইট্রোজেন চাহিদা, ন্যানো দিয়ে সেটি পূরণ করা সম্ভব নয়। ২০ থেকে ৩০ শতাংশ দিতে পারবে হয়ত। কারণ এই পরিমাণ ন্যানো উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন বড় ব্যাপার। ফলে প্রচলিত সারের পাশাপাশি এটা রাখা যেতে পারে।" এছাড়া ন্যানো সার জনপ্রিয় হলেই বাজারে নকল তরল বোতল বের হবে। এতে ফলন না হলে কৃষক পুরো প্রযুক্তির উপর আস্থা হারাবে। সরকারের শক্তিশালী মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব দরকার। ন্যানো কণা এত ছোটো যে. এটি মাটির অনুজীব ও কেঁচোর উপর দীর্ঘমেয়াদে কী প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে গবেষণা চলছে। অতিরিক্ত ব্যবহারে মাটিতে জমে বিষাক্ত হতে পারে কিনা, সেটি নিশ্চিত হতে এই সার ব্যবহারের "নিরাপদ মাত্রা" নির্ধারণ করাও জরুরি। এখনও বাংলাদেশে ন্যানো সারের জন্য আলাদা নীতিমালা নেই। কোন ফসলে কত মিলি দিতে হবে, কোন সময়ে দিতে হবে, সেগুলোও নির্ধারণ করা জরুরি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

'কখনোই, কোনোভাবেই ভুলব না'- যেভাবে ৯/১১ হামলার ২৫তম বার্ষিকী পালন করল আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১-এর হামলার ২৫ বছর পর, দেশটির বর্তমান ও সাবেক প্রেসিডেন্টরা সেই হামলায় নিহতদের স্মরণ করেছেন। ওই হামলায় ছিনতাই করা বিমানগুলো নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, পেন্টাগন এবং পেনসিলভানিয়ার একটি মাঠে আঘাত করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পেন্টাগনে অনুষ্ঠিত এক স্মরণসভায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। অন্যদিকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার প্রাঙ্গণের স্মরণসভায় যোগ দেন। সেখানে দেশটির জীবিত চার সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তাদের স্ত্রীরাও উপস্থিতি ছিলেন। হামলার সময়গুলো স্মরণ করতে নীরবতা পালন এবং নিহত প্রায় ৩ হাজার মানুষের নাম পড়ে শোনানো হয়। 'ট্রিবিউট ইন লাইট' কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার সন্ধ্যায় ম্যানহাটনের আকাশে দুটি আলোকরশ্মি জ্বালানো হয়। এছাড়া নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন স্থাপনাও নীল আলোয় আলোকিত করা হয়। ৯/১১-এর সময় প্রেসিডেন্ট থাকা জর্জ ডব্লিউ বুশের সঙ্গে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার প্রাঙ্গণে শুক্রবারের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, বারাক ওবামা এবং বিল ক্লিনটন। পেন্টাগনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার মন্ত্রিসভার সদস্য এবং ৯/১১-এর সময় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা থাকা কনডোলিজা রাইসের সঙ্গে স্মরণসভায় অংশ নেন। ট্রাম্প বলেন, "আজ আমরা সেই পবিত্র অঙ্গীকার আবারও করছি, যা ২৫ বছর আগে তাদের স্মরণে প্রথম করেছিলাম। আমরা কখনোই, কোনোভাবেই ভুলব না। আর এ কারণেই আমরা আজও লড়াই করছি।" তিনি ৯/১১-এর পর শুরু হওয়া 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ'-এর সঙ্গে বর্তমানে ইরানে চলমান মার্কিন সংঘাতের যোগসূত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেন। ৯/১১-এর পরবর্তী এই যুদ্ধের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সম্পৃক্ততা ছিল।

পেনসিলভানিয়ার শ্যাঙ্কসভিলেও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে যাত্রীদের প্রতিরোধের পর ছিনতাই হওয়া ফ্লাইট ৯৩ বিধ্বস্ত হয়েছিল। জেনিস ব্রুকস ৯/১১-এর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে নিউইয়র্কে এসেছিলেন। তিনি এটিকে তার ভাষায় 'সবচেয়ে বড় অভিযান' হিসেবে দেখেছিলেন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সাউথ টাওয়ারের ৮৪তম তলায় একটি প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করতেন। ব্রুকস বিবিসিকে জানান, প্রথম বিমানটি নর্থ টাওয়ারে আঘাত করার সময় তিনি অফিসেই ছিলেন। তিনি ভবন থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় দ্বিতীয় বিমানটি 'ভয়ংকর এক প্রচণ্ড শব্দে' আঘাত করে। ব্রুকস বলেন, ধ্বংসস্তূপের আঘাতে এক নারী আহত হলে তিনি 'ভৌতিক সিনেমার মতো একটি চিৎকার' শুনেছিলেন। তিনি ওপরে তাকিয়ে দেখেন, যেখানে তার অফিস থাকার কথা ছিল সেখানে 'একটি বিশাল গর্ত' তৈরি হয়েছে। প্রতি বছর ১১ সেপ্টেম্বর হামলার প্রতিটি ঘটনার সঠিক সময় এবং টুইন টাওয়ার ধসে পড়ার সময় স্মরণ করতে ঘণ্টা বাজানো হয়। ছয়টি ঘণ্টার প্রতিটির পর এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এ বছর হামলার পর বিভিন্ন রোগে, যার মধ্যে ক্যানসারও রয়েছে, মারা যাওয়া হাজারো মানুষকে স্মরণ করতে সপ্তমবার ঘণ্টা বাজানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, টুইন টাওয়ার ধসের ধুলা ও ধোঁয়ার কারণে সৃষ্ট অসুস্থতায় পরবর্তীকালে মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যা হামলায় নিহত প্রায় ৩ হাজার মানুষের সংখ্যার তিন গুণেরও বেশি। ম্যানহাটনের স্মরণসভায় প্রায় চার ঘণ্টা ধরে নিহতদের নাম পাঠ করা হয়। এ সময় ৯/১১-এ স্বামী হারানো টেরি স্ট্রাডা সৌদি আরবের সমালোচনা করেন এবং

সৌদি আরবকে জবাবদিহির আওতায় আনতে মার্কিন কর্মকর্তাদের ব্যর্থতার অভিযোগ তোলেন। বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে টেরি স্ট্রাডা তার স্বামী টম স্ট্রাডাকে উদ্দেশ করে বলেন, "প্রতিটি বছর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আরও বেশি করে মনে পড়ে।" "কিন্তু ২৫ বছর হয়ে গেল- তবুও কেন তোমার হত্যায় সৌদি আরবের যে ভূমিকা ছিল, তার জন্য কোনো বিচার পেলাম না?" টেরি স্ট্রাডা ৯/১১ ফ্যামিলিস ইউনাইটেড সংগঠনের জাতীয় চেয়ারপারসন। তার বক্তব্যের সময় উপস্থিত দর্শকরা করতালি দেন। ৯/১১-এর হামলায় অংশ নেওয়া অধিকাংশ ব্যক্তি সৌদি আরবের নাগরিক ছিলেন। হামলার পরিকল্পনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেন, যিনি সৌদি আরবের একটি প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান ছিলেন। তবে সৌদি কর্মকর্তারা হামলায় কোনো ধরনের সম্পৃক্ততার অভিযোগ বারবার অস্বীকার করেছেন। ২০০৪ সালে প্রকাশিত ৯/১১ কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে সৌদি সরকার একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বা দেশটির শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা হামলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন-এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নিহতদের সম্মান জানাতে বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডনে বাকিংহাম প্যালেসে একটি আনুষ্ঠানিক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এড মিলিব্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ওয়ারেন স্টিফেনস উপস্থিত ছিলেন।

টরন্টো স্টক এক্সচেঞ্জেও হামলায় নিহত সহকর্মীদের স্মরণে একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কানাডার নিউফাউন্ডল্যান্ডের গ্যান্ডার শহরে গিয়েছেন কানাডায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত। তিনি সেই ছোট শহরটির প্রশংসা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে হামলার পরপরই সেখানে ৩৮টি বিমানের গতিপথ পরিবর্তন করে হাজার হাজার যাত্রীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। পিট হোকস্ট্রা বলেন, "আমেরিকার মানুষ যখন গ্যান্ডার শব্দটি শোনে, তখন আমাদের হৃদয় নরম হয়ে আসে।" "যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের বন্ধুত্বের জন্য ধন্যবাদ... কানাডার জনগণকে ধন্যবাদ, আমাদের সঙ্গে অংশীদার থাকার জন্য এবং আমাদের সঙ্গে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার জন্য।" তার বক্তব্য এমন এক সময়ে আসে, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ এবং দুই দেশ একটি বাণিজ্যযুদ্ধে জড়িয়ে রয়েছে। ৯/১১-এর স্মরণসভা সামনে রেখে গ্যান্ডারের কিছু বাসিন্দা হোকস্ট্রাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না জানানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও হোকস্ট্রার বক্তব্য করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়। তবে পরে আলাদা এক বক্তব্যে কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জ্যাঁ ক্রেতিয়েন বলেন, "আমার আমেরিকান বন্ধুদের জন্য একটি বার্তা আছে... আমাদের উদারতাকে কখনোই দুর্বলতা বলে ভুল করবেন না।" তার এই বক্তব্যের পর উপস্থিত জনতা দাঁড়িয়ে করতালি দেয়। ইতালির মিলানেও ৯/১১-এ কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত জরুরি সেবাকর্মীদের সম্মানে ইতালি ও যুক্তরাষ্ট্রের একদল অগ্নিনির্বাপক কর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার কর্মসূচিতে অংশ নেন। ইউনিফর্ম পরা এবং সরঞ্জাম বহন করা অবস্থায় তারা গালফা টাওয়ারের ১১০ তলা ওপরে ও নিচে ওঠানামা করেন। টুইন টাওয়ার দুটির প্রতিটির উচ্চতা ১১০ তলা ছিল- নিহত উদ্ধারকর্মীদের স্মরণেই এই প্রতীকী কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

হুথিদের বিদ্যুৎগতির এগিয়ে চলা ইরান যুদ্ধে কী প্রভাব ফেলবে?

ইয়েমেনের উপকূলীয় সমতলভূমি তিহামাহর দক্ষিণাংশজুড়ে হুথিদের দ্রুত অগ্রযাত্রা অধিকাংশ পর্যবেক্ষককেই বিস্মিত করেছে। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স নামে পরিচিত হুথিবিরোধী জোট ইয়েমেনের লোহিত সাগর উপকূলজুড়ে উল্লেখযোগ্য এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত। কয়েক দিনের মধ্যেই এর বড়ো অংশ হুথিদের দখলে চলে গেছে। কিছু হিসাব অনুযায়ী, ইরান-সমর্থিত বিদ্রোহীরা দেশের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ উপকূলরেখার প্রায় ১৩০ কিলোমিটার (৮১ মাইল) দখল করেছে। এটি কয়েক বছরের মধ্যে গোষ্ঠীটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সামরিক সাফল্য। ১২ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধ, সৌদি আরবের বিধ্বংসী বিমান হামলা এবং মার্কিন, ইসরায়েলি ও ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণ সত্ত্বেও হুথিরা যে এখনও গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে টিকে আছে, সেটিই এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিপক্ষ যখন হতভম্ব ও মনোবলহীন, তখন অদূর ভবিষ্যতে হুথিদের সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। "এখন তারা সেখানে অবস্থান নিয়েছে এবং তারা নিজেদের অবস্থান সুসংহত করবে," ব্রাসেলসভিত্তিক ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউট অব পিসের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক হিশাম আল-ওমেইসি বিবিসিকে বলেন। "আর তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিতে খরচও অনেক বেশি হবে।" ইয়েমেনের হুথিরা ইরানের সমর্থন পেয়ে থাকে এবং তথাকথিত "অ্যাক্সিস অব রেজিস্ট্যা "-এর অন্য অংশগুলো, অর্থাৎ লেবাননের হিজবুল্লাহ, গাজায় হামাস এবং সিরিয়ায় আসাদ সরকারের অভিজ্ঞ বিপর্যয় ও পরাজয়ের পর তেহরানের জন্য এই সমর্থন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। "তাই তারা হুথিদের জন্য তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে," আল-ওমেইসি বলেন এবং অবশ্যই তাদের সেই সমর্থন প্রয়োজন।

বেশিরভাগ বিশ্লেষকই একমত যে হুথিদেরকে কেবল ইরানের পুতুল হিসেবে বর্ণনা করা ভুল হবে। তবে গত কয়েক দিনের ঘটনাপ্রবাহ একটি অস্বস্তিকর নতুন বাস্তবতা সামনে এনেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের যৌথ হামলা চালানোর সাত মাস পর, তেহরানের শাসকগোষ্ঠী এখন বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সামুদ্রিক পথের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করছে। একটি হলো পারস্য উপসাগরের মুখে হরমুজ প্রণালি, অন্যটি হলো লোহিত সাগর (এবং সুয়েজ খাল)-এর প্রবেশদ্বার বাব আল-মান্দাব। লন্ডনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান চ্যাথাম হাউসের গবেষণা ফেলো ফারেয়া আল-মুসলিমি বলেন, "এখন ইরান সরাসরি এবং তাদের মিত্র গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বের সবচেয়ে কৌশলগত দুটি সংকীর্ণ সামুদ্রিক পথ নিয়ন্ত্রণ করছে।" তিনি বলেন, "বিশ্বব্যাপী জ্বালানি ও তেল

বাণিজ্যের ৩৫ শতাংশেরও বেশি এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।" "এটি একটি পারমাণবিক বোমার বিপর্যয়ের সমপর্যায়ের প্রভাব হতে পারে।" যদি হুথিরা লোহিত সাগরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপেরও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে পেরিম, যা বাব আল-মান্দাবের সবচেয়ে সংকীর্ণ অংশের মাঝখানে অবস্থিত, তাহলে আন্তর্জাতিক নৌপরিবহণে হস্তক্ষেপ করার তাদের সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। গাজা যুদ্ধের পর ইসরায়েলকে ঘিরে হুথিদের কর্মকাণ্ডই দেখিয়েছে যে, লোহিত সাগরে চলাচলকারী জাহাজ হুথিদের ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন এবং ছোট আক্রমণকারী নৌযানের কাছে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। "এই ভৌগোলিক অগ্রগতি ছাড়াই তারা বাব আল-মান্দাব হয়ে সুয়েজের দিকে যাওয়া ও আসা জাহাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল," ইয়েমেন বিশেষজ্ঞ আইওনা ক্রেগ শুক্রবার বিবিসি রেডিও ৪-এর টুডে অনুষ্ঠানে বলেন। "কিন্তু এখন তারা বাব আল-মান্দাবের ওপর সরাসরি নজরদারির সুযোগ থাকা এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে, যা তাদের আরও বেশি প্রভাব দিচ্ছে।" শুক্রবার বিকেলে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হুথি সামরিক বাহিনী বলেছে, "যে-সব কোম্পানির জাহাজ সৌদি নয়, তাদের জন্য নৌ চলাচল নিরাপদ।" তবে সৌদি জাহাজগুলো আগে থেকেই অবরোধের আওতায় রয়েছে। এই বক্তব্যের আন্তরিকতা নিয়ে শিপিং কোম্পানিগুলোর সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। তাদের আগের হামলাগুলোতে হুথিরা বলেছিল তারা শুধু ইসরায়েল-সংশ্লিষ্ট জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করছে। কিন্তু বাস্তবে তারা এমন জাহাজেও হামলা চালায় যার সঙ্গে ইসরায়েলের কোনো সম্পর্ক ছিল না, যার মধ্যে একটি নরওয়েজীয় পতাকাবাহী তেলবাহী জাহাজও ছিল। তবে ক্রেগ বলেন, হুথিরা হয়তো নির্বিচারে হামলা থেকে বিরত থাকতে পারে। কারণ তারা ২০২৫ সালের বসন্তে ছয় সপ্তাহব্যাপী বড় মার্কিন বিমান ও নৌ হামলা, 'অপারেশন রাফ রাইডার'-এর পুনরাবৃত্তি চাইবে না। তিনি বলেন, "তারা ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের শক্ত প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছে।" তবে যুক্তরাষ্ট্র কি আবারও জড়াতে চাইবে? ইরানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধ ইতোমধ্যেই অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তেলের দাম আবার বাড়তে শুরু করায় নতুন একটি সংঘাতমুখী পরিস্থিতি তার জনসমর্থন বা নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাবনাকে খুব একটা শক্তিশালী করবে বলে মনে হয় না।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১২.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

ইরানের পরমাণু উন্নয়ন নিয়ে আইএইএ'র প্রস্তাব গ্রহণ

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা বা আইএইএ, ইরান বিষয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাঠিয়ে জানিয়েছে যে, দেশটি পরমাণু উন্নয়ন সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা মেনে চলছে না। বুধবার অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভায়, প্রস্তাবটির ওপর ভোটগ্রহণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি পেশ করা হয়। দেশটির এমন কয়েকটি স্থানে ইউরেনিয়াম শনাক্ত করা হয়, যা তেহরান ঘোষণা করেনি। গত বছরের জুন মাসে তথ্য প্রদানসহ বাধ্যবাধকতা পালনে ইরানের ব্যর্থতার বিষয়টি উল্লেখ করে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য দেশটির প্রতি আহ্বান জানায় আইএইএ। কূটনৈতিক সূত্রের ভাষ্যানুযায়ী, রাশিয়া ও চীনসহ তিনটি দেশ প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে এবং জাপানসহ ২৩টি দেশ পক্ষে ভোট দেয়। ২০০৬ সালের পর এই প্রথমবার আইএইএ'র পরিচালনা পর্ষদ, পরমাণু কর্মসূচি সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা পালনে ইরানের ব্যর্থতার বিষয়টি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানোর জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তবে, নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া ও চীনের ভেটো ক্ষমতা থাকায় প্রস্তাবটির কারণে নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞা বা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়ার সম্ভাবনা কম। ভিয়েনায় অবস্থিত ইরানি দূতাবাস, প্রস্তাবটির বিষয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জানায় যে, পরিচালনা পর্ষদে ইরান বিষয়ক একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব আবারও "ঐক্যমত্যহীনভাবে গৃহীত" হয়েছে।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

মধ্যপ্রাচ্যে 'সর্বোচ্চ সংযম' প্রদর্শনের আহ্বান ব্রিকসের

ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের যৌথ ঘোষণায় মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ে 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করা হয়েছে। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন, ইরান যুদ্ধ এই জোটের স্বার্থের অনুকূল নয়। ব্রিকস ২০২৬ শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেন, নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম দিনেই ব্রিকসভুক্ত দেশগুলো সর্বসম্মতিক্রমে একটি যৌথ ঘোষণা গ্রহণ করেছে। অনেকেই ধারণা করেছিলেন, এই জোটে একদিকে ইরান এবং অন্যদিকে মার্কিন মিত্র সংযুক্ত আরব আমিরাত অন্তর্ভুক্ত থাকায় এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো কঠিন হবে। যৌথ ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, "মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা ক্রমাগত বেড়ে চলায় আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। সেই সঙ্গে নিজ নিজ দেশের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে আমরা সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের এবং পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে এমন পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।" জোটের সদস্য দেশগুলো সংলাপ, আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। ঘোষণাপত্রে এমন একটি বহুপাক্ষিক পদ্ধতির পক্ষেও কথা বলা হয়েছে, যা গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয়গুলোতে বিভিন্ন দেশের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানকে সম্মান জানায়। এমন এক সময়ে এই

ঘোষণাটি এল, যখন আগস্টে বড়ো একটি সময় সংঘাত বন্ধ থাকার পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান আবার পাল্টাপাল্টি হামলা শুরু করেছে। এ ছাড়াও, জোটটি বাণিজ্যকে ব্যাহত করে এমন "একতরফা শুল্ক ও অশুল্ক পদক্ষেপ" বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা এবং ইউক্রেন সংঘাতের জেরে রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষাপটে এই উদ্বেগ জানানো হয়েছে। বৈশ্বিক বাণিজ্য, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং জ্বালানি প্রবাহ সচল রাখার স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোটটি জোর দিয়েছে।

শি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ 'যৌথ স্বার্থের' অনুকূল নয়

ব্রিকস সম্মেলনে দেয়া বক্তব্যে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন, ফেব্রুয়ারির শেষদিকে ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার জেরে মধ্যপ্রাচ্যে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে, তা বিশ্বের স্বার্থের অনুকূল নয়। শি জিনপিংয়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করে চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানায়, মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলের পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে সেখানকার যুদ্ধ পুরো অঞ্চলের মানুষের জন্য ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিনহুয়ার তথ্যমতে, শি আরও বলেন যে, এই যুদ্ধ "আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যৌথ স্বার্থের পরিপন্থি"।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ রনি)

জি-২০ সম্মেলনে পুটিনের সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাব জেলেনস্কির

ডয়চে ভেলেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন যদি ডিসেম্বরে মায়ামিতে অনুষ্ঠেয় জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তিনি সেখানে তার সঙ্গে বৈঠক করতে প্রস্তুত। ডয়চে ভেলের এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের উত্তরে জেলেনস্কি বলেন, " হ্যাঁ, অবশ্যই। আমাদের আসতেই হবে। আমাদের দেখা করতে হবে, কথা বলতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে।" ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রায় আগ্রাসন শুরুর পর থেকে এই দুই নেতার মধ্যে সরাসরি কোনো বৈঠক হয়নি। ক্রেমলিন এখনো নিশ্চিত করেনি যে, পুটিন এই সম্মেলনে যোগ দেবেন কি না। জেলেনস্কি ডয়চে ভেলেকে বলেন, " কথা বলার ব্যাপারটি মুখ্য নয়। আমি তাকে কী বলব বা তিনি আমাকে কী বলতে চান, সেটা বড়ো কথা নয়। ফলাফলটাই আসল। ব্যস, এটুকুই।" যুদ্ধ অবসানের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা যখন জোরদার হচ্ছে, বিশেষ করে মার্কিন কর্মকর্তারা যখন কিয়েভ ও মস্কো উভয়পক্ষের সঙ্গেই যোগাযোগ বাড়াচ্ছেন, ঠিক তখনই জেলেনস্কি এই মন্তব্য করলেন। সাক্ষাৎকারে ইউক্রেনীয় নেতা রাশিয়ার সম্ভাব্য শীতকালীন হামলার মুখে তার দেশের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলোর কথাও তুলে ধরেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান জেট-চালিত ড্রোন মোকাবিলার ক্ষেত্রে ইউক্রেন হিমশিম খাচ্ছে। এজন্য আরও বেশি প্যাট্রিয়ট আকাশ-প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের জন্য আহ্বান জানান জেলেনস্কি। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমর্থনের প্রশংসা করলেও জেলেনস্কি বর্তমান উৎপাদন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ঘাটতি পূরণে হয়ত বিদ্যমান মজুত থেকেই সহায়তা নিতে হবে। তিনি বলেন, "আমেরিকানরা কি আমাদের (প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র) দিতে প্রস্তুত? আমি জানি না। দেখা যাক কী হয়।" জেলেনস্কির দেওয়া তথ্যমতে, রাশিয়া বর্তমানে প্রতি মাসে প্রায় ১৪০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে, যা ইউক্রেনের আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, " আমি এটাই চাই। এই কঠিন মাসগুলোতে, বিশেষ করে শীতের মাসগুলোতে, আমার ১০০ থেকে ১২০টি (প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র) প্রয়োজন।" শীতকালে ইউক্রেনের শহর ও অবকাঠামো রক্ষায় এই পরিমাণ ক্ষেপণাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি ইউরোপীয় মিত্রদের প্রতি সামরিক সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, জার্মানি ইতোমধ্যে তাদের নিজস্ব মজুত থেকে অতিরিক্ত প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

উদ্যোক্তা-গবেষকদের সহায়তায় সব সময় পাশে থাকবে সরকার : প্রধানমন্ত্রী

সমৃদ্ধ ও কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দেশপ্রেমিক নাগরিক, ব্যবসায়ী, তরুণ উদ্যোক্তা, গবেষকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, উদ্যোক্তা ও গবেষকদের সর্বাত্মক সহায়তায় সবসময় পাশে থাকবে সরকার। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজধানীর বিজয় সরণিতে নভোথিয়েটারে ঢাকায় 'বাংলাদেশ ইনোভেশন ফেয়ার ২০২৬'-এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতা কামনা করে তারেক রহমান বলেন, দেশ পরিচালনায় সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে এরকম একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে কাজ করি, যেন আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম হই। অনুষ্ঠানে বক্তাদের দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ববর্তী বক্তারা এবং বিশেষ করে ড. আনিসুজ্জামান ইনোভেশন নিয়ে তার উপস্থাপনা ও বক্তব্যে যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন, সেগুলোর মধ্যদিয়েই আমাদের আগামী দিনের কর্মপন্থা মোটামুটিভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে। আমরা যদি এসব কর্মপন্থা ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করতে পারি, তবেই আমরা আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবো। দেশের সার্বিক অগ্রগতিতে উদ্ভাবক ও ব্যবসায়ীদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্র ও

সরকারের বর্তমান প্রয়োজনে উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার উদ্যোক্তা ও গবেষকদের সর্বাত্মক সহায়তায় সব সময় পাশে থাকবে। পরে প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে 'বাংলাদেশ ইনোভেশন ফেয়ার ২০২৬'-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, দেশি-বিদেশি উদ্ভাবক ও বিভিন্ন পর্যায়ের গবেষকেরা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

ডেঙ্গু প্রতিরোধে দেশব্যাপী ৩ মাসের পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু

ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারাদেশে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তিন মাসব্যাপী এই অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার এবং সরকারি, বেসরকারি ও সামাজিক উদ্যোগকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।১২ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া এই কর্মসূচি আগামী ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশজুড়ে চলমান থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

একের পর এক কারিগরি ক্রটি, নাশকতা বা ষড়যন্ত্র কি না ভাবতে হবে : রিজভী

দেশে একের পর এক সংকট ও কারিগরি ক্রটির ঘটনা ঘটছে উল্লেখ করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, এসব ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা, নাশকতা বা কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ কি না, তা নিয়ে ভাবতে হবে। একইসঙ্গে সরকারের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত করতে কোনো চক্রান্ত হচ্ছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে ১২ দলীয় জোটের উদ্যোগে আয়োজিত 'দেশের চলমান সংকট ও দেশপ্রেমিক শক্তির করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন। রিজভী বলেন, বিরোধীদল সরকারের সমালোচনা করবে, সংসদে ও সংসদের বাইরে কথা বলবে এবং কর্মসূচিও দিতে পারবে। তবে অলীক বা অহেতুক কোনো বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত হইচই করা সাধারণ মানুষ ভালোভাবে নেয় না। বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে- এমন বিষয় নিয়েই বিরোধীদলের কথা বলা উচিত। দেশের গ্যাস, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট প্রসঙ্গে রিজভী বলেন, মাত্র ৬ মাসের সরকার এসব সংকটের জন্য দায়ী নয়। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জ্বালানি পরিবহণে বিঘ্ন ঘটছে। ফলে গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি আমদানিও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, মহেশখালীর গ্যাস টার্মিনালে কারিগরি ক্রটি দেখা দেওয়ায় সেটি বন্ধ রয়েছে। সেটি ঠিক করার চেষ্টা চলছে এবং শিগ্‌গির স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ভারতের ঝাড়খণ্ডে আদানি পাওয়ারের বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি ইউনিট নষ্ট হওয়ায় সেখান থেকেও বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবার নবীন বরণে কনসার্ট বন্ধের দাবি কওমি ছাত্রদের

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজে নবীন বরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কনসার্ট বন্ধের দাবি জানিয়েছে কওমি ছাত্র ঐক্য পরিষদ। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর ও বিজয়নগর) আসনের সংসদ সদস্য খালেদ হোসেন মাহবুব ও জেলা পরিষদের প্রশাসক সিরাজুল ইসলামের কাছে পৃথক স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে কনসার্ট বন্ধের দাবি জানায় মাদরাসা শিক্ষার্থীদের এ সংগঠনটি। কওমি ছাত্র ঐক্য পরিষদের স্মারকলিপিতে বলা হয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঐতিহাসিকভাবে ইসলাম, ইলম, আলেম-ওলামা ও ধর্মীয় মূল্যেবোধের এক সমৃদ্ধ জনপদ। এ জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমন একটি জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর নবীন বরণ উপলক্ষ্যে গানের কনসার্ট আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে আমরা অবগত হয়েছি। স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নবীনদের বরণ অবশ্যই আনন্দঘন ও উৎসবমুখর হাতে পারে, তবে সেই আয়োজন যেন শিক্ষার পরিবেশ, সামাজিক শৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা এবং এলাকার ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়- এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া অতীতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিভিন্ন কনসার্ট ও গানের অনুষ্ঠানে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ও দুর্ঘটনা ঘটেছে। ফলে এ ধরনের আয়োজনকে ঘিরে জনমনে যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনোভাবেই উপেক্ষা করার সুযোগ নেই বলেও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

সরকারের ৬ মাসে খাদ্য মজুত বেড়েছে দেড় লাখ টন

বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারি খাদ্যশস্যের মজুত বেড়েছে। চলতি বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি দেশের সরকারি খাদ্যশস্যের মজুত ছিল ২২ লাখ ১০ হাজার ৬৭০ টন। গত ৯ সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ লাখ ৫৯ হাজার ১৫৪ টনে। ফলে এ সময়ে সরকারি খাদ্যশস্যের মজুত বেড়েছে এক লাখ ৪৮ হাজার ৪৮৪ টন। শুধু মজুত নয়, আগে দেশে খাদ্য মজুতের ধারণ ক্ষমতা (ক্যাপাসিটি) ছিল প্রায় ২৪ লাখ টন। তবে বিএনপির বিশেষ উদ্যোগে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তা ৩৪ লাখ টনে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে ধারণ ক্ষমতা ২৭ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। শুধু খাদ্য মজুত বা ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোই নয়, বিএনপি সরকার

গঠনের পর নিরাপদ খাদ্য মজুত সীমা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগে ১৩ লাখ ৫০ হাজার টন খাদ্য মজুত থাকলেই তা নিরাপদ সীমা বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন সরকার তা বাড়িয়ে ১৬ লাখ টনকে নিরাপদ সীমা বলে স্থির করেছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, সরকারের খাদ্যবান্ধব নীতির কারণে দেশে বর্তমানে খাদ্য নিয়ে কোনোরকম দুশ্চিন্তা নেই। খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে সরকারি খাদ্যশস্যের মজুত সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। মোট মজুতের মধ্যে চাল ২০ লাখ ৩৬ হাজার ১০২ টন, গম ২ লাখ ৩২ হাজার ১৮৩ টন ও ধান ৩৪ হাজার ৭০ টন। ফ্লোটিং মজুতসহ সরকারি খাদ্যশস্যের মজুতের পরিমাণ ২৩ লাখ ৫৯ হাজার ১৫৪ টনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ফ্লোটিং মজুত হিসেবে গম রয়েছে ৬৮ হাজার ৭২৩ টন। এর আগে, অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর পূর্তির সময় ২০২৫ সালের ৪ আগস্ট দেশে চাল ও গম মিলিয়ে সরকারি খাদ্যশস্যের মজুত ছিল ২১ লাখ ৩১ হাজার টন। সে সময় সরকারি মজুতের মধ্যে চাল ছিল ১৯ লাখ ৫৪ হাজার টন ও গম ছিল এক লাখ ৭৭ হাজার টন। সেই তুলনায় বর্তমানে সরকারি খাদ্যশস্যের মোট মজুত বেড়েছে ২ লাখ ২৮ হাজার ১৫৪ টন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

রাজশাহীতে বিপৎসীমা ছুঁই ছুঁই করছে পদ্মা, চরাঞ্চল প্লাবিত

রাজশাহীতে পদ্মা নদীর পানি বেড়ে বিপদৎসীমা ছুঁই ছুঁই করছে। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় রাজশাহী পয়েন্টে পদ্মার পানির উচ্চতা ১৭ দশমিক ৩০ মিটার রেকর্ড করা হয়েছে, যা বিপৎসীমার মাত্র ১৮ দশমিক ০৫ মিটারের চেয়ে নিচে। পানি বাড়তে থাকায় পদ্মার দক্ষিণ তীরের চরখিদিরপুর, খানপুরসহ বিভিন্ন চরাঞ্চলে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। এতে এসব এলাকার অনেক পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। রাজশাহী পানি উন্নয়ন বোর্ডের মিটারগেজ রিডার এনামুল হক জানান, পদ্মার পানি বাড়লেও বর্তমানে রাজশাহী শহররক্ষা বাঁধ নিয়ে কোনো ঝুঁকি নেই। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। বাঁধের কোনো স্থানে ঝুঁকি দেখা দিলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, 'এখনো পদ্মার পানি বিপৎসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে নদীর দক্ষিণ তীরের চরাঞ্চলগুলোতে পানি উঠতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার ৬টায় পদ্মার পানির উচ্চতা ছিল ১৭ দশমিক ১৫ মিটার। সেখান থেকে শুক্রবার সকাল ৯টায় তা বেড়ে ১৭ দশমিক ২০ মিটারে পৌঁছেছে। আজ শনিবার সকাল ৯টায় ১৭ দশমিক ৩০ মিটারে পৌঁছেছে।' পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, উজানের ঢলে গত প্রায় ১০ দিন ধরে পদ্মায় পানি বাড়ছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় পদ্মার পানির উচ্চতা ছিল ১৭ দশমিক ০৫ মিটার। তিন ঘণ্টা পর দুপুর ৩টায় তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ দশমিক ১২ মিটারে। অর্থাৎ তিন ঘণ্টায় পদ্মার পানি বেড়েছিল ৭ সেন্টিমিটার। এরপরও পানি বাড়ার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গে একদিনে ৭ জনের মৃত্যু

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে একদিনে আরও সাত শিশু মারা গেছে। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৯১৯ জনে। সেই সঙ্গে নিশ্চিত হামে মৃত্যু হয়েছে ১০০ জনের। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে হাম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টার মধ্যে নিশ্চিত হামে কারও মৃত্যু না হলেও সন্দেহজনক হামে সাতজন মারা গেছে। তাদের মধ্যে পাঁচজন ঢাকা এবং একজন করে চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগে প্রাণ হারিয়েছে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হাম-সংক্রান্ত রোগে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজার ১৯ জনে। এছাড়া, নতুন করে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৩৯ জনের। এর সবই পাওয়া গেছে ঢাকা বিভাগে। একই সঙ্গে নতুন সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে ৮১৬ জন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

নিরপরাধ কৃষকদের গ্রেফতার-হয়রানি বন্ধের দাবি

সারের সংকট ও কৃষকদের গ্রেফতার আতঙ্ক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন জাতীয় কৃষক শক্তি। সংগঠনটি বলেছে, সারের সংকট, বিতরণে অনিয়ম কিংবা বৈষম্যের অভিযোগের সমাধান না করে কৃষকদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতারের পরিবেশ সৃষ্টি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) জাতীয় কৃষক শক্তির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব এক যৌথ বিবৃতিতে এসব কথা বলেন। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক মো. রাকিবুল ইসলাম রানা গণমাধ্যমে বিবৃতিটি পাঠান। এতে বলা হয়, কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে সারের দাবিতে কৃষকদের বিক্ষোভের ঘটনায় কৃষি কর্মকর্তার ওপর হামলার অভিযোগে মামলা হয়েছে। ওই মামলায় ১১ জনের নাম উল্লেখের পাশাপাশি আরও প্রায় ৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে। এরই মধ্যে দু-জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এতে সাধারণ কৃষকদের মধ্যেও গ্রেফতার ও হয়রানির আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে কৃষকদের কেউ কেউ জানিয়েছেন, গ্রেফতারের ভয়ে তারা রাতে নিজ বাড়িতেও থাকতে পারছেন না। জাতীয় কৃষক শক্তি মনে করে, কৃষক দেশের খাদ্য উৎপাদনের মূল শক্তি। তাদের নিরাপত্তাহীন ও আতঙ্কগ্রস্ত করে দেশের কৃষিব্যবস্থাকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। সারের সংকট ও বিতরণব্যবস্থার অনিয়মের অভিযোগের সমাধান না করে কৃষকদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতারের পরিবেশ তৈরি করা সমস্যার সমাধান নয়। তবে কৃষি কর্মকর্তার ওপর হামলার অভিযোগ থাকলে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ায় সংগঠনটির কোনো আপত্তি নেই বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। একইসঙ্গে কোনো নিরপরাধ কৃষক যেন হয়রানি বা অযথা

গ্রেফতারের শিকার না হন, তা নিশ্চিত করতে সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সারের সংকটের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে হবে। কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী সার সরবরাহ এবং সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ বিতরণব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও কালোবাজারি থাকলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

মোবাইলে ব্যস্ত চিকিৎসক, মারা গেলেন রোগী

চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসকের অবহেলায় হাজেরা বেগম (৪২) নামে এক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডে তার মৃত্যু হয়। স্বজনদের অভিযোগ, মৃত্যুর প্রায় এক ঘণ্টা আগে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. প্রিয়াঙ্কাকে বারবার অনুরোধ করেও রোগীকে দেখাতে পারেননি তারা, এ সময় চিকিৎসক নিজের কক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছিলেন বলে দাবি তাদের। হাজেরা বেগম লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার ভাটরা বাজার ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামের শেখের বাড়ির বাসিন্দা ও আক্তার হোসেনের স্ত্রী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন। বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাকে শাহরাস্তি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। স্বজনরা জানায়, শুক্রবার রাতে হাজেরা বেগমের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তারা কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. প্রিয়াঙ্কাকে রোগীকে দেখতে অনুরোধ করেন। তবে চিকিৎসক না এসে নিজের কক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছিলেন বলে অভিযোগ করেন তারা। স্বজনদের অভিযোগ, অনুরোধের পর চিকিৎসক রোগীকে বেড থেকে কাঁধে করে তার কক্ষে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। এ সময় রোগীর স্বামী আক্তার হোসেন একার পক্ষে স্ত্রীকে কাঁধে করে চিকিৎসকের কক্ষে নেওয়া সম্ভব নয় বলে জানান। পরে চিকিৎসক রোগীকে অক্সিজেন দেওয়ার পরামর্শ দেন বলে স্বজনদের দাবি। হাজেরা বেগমের স্বামী আক্তার হোসেন জানান, আমার স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন। ডাক্তারকে বারবার অনুরোধ করার পরও তিনি রোগীকে দেখতে আসেননি। চিকিৎসক অবহেলা না করলে এ ঘটনা ঘটত না। এদিকে, অভিযুক্ত চিকিৎসক ডা. প্রিয়াঙ্কার বক্তব্য জানতে গেলে সাংবাদিকদের বক্তব্য নিতে বাধা দেন হাসপাতালের কার্ডিওলজি কনসালট্যান্ট ডা. জয়ন্ত মালাকার। তিনি জানান, রোগীর স্বজনদের অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত চিকিৎসকের সব বিষয়ের দায় তিনি নেবেন এবং চিকিৎসকের পক্ষ থেকে সব ধরনের বক্তব্য তিনিই দেবেন। ওই রোগীর আইসিইউ সাপোর্ট প্রয়োজন ছিল। লিভারের জটিল চিকিৎসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সম্ভব নয় বলেও তিনি দাবি করেন। এ বিষয়ে শাহরাস্তি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আবু নাছের শাকিল জানান, কর্তব্যে অবহেলার বিষয়টি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

দলের সব নেতা-কর্মীই সরকারের অংশ : রিজভী

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকায় দলের প্রত্যেক নেতাকর্মীই সরকারের অংশ। শুধু মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য হওয়াই সরকারের অংশ হওয়ার বিষয় নয়। দলের নেতা-কর্মীদেরও সরকারের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে হবে এবং তা জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর নয়াপল্টনে বর্ণাঢ্য র‍্যালির উদ্বোধনকালে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়। র‍্যালিটি নাইটিঙ্গেল মোড় ঘুরে পুনরায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। রিজভী বলেন, অনেক কষ্ট ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল আজকের অবস্থানে এসেছে। জেলা, মহানগর ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতারা অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন। রাষ্ট্র বা কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নারীরাও সমানভাবে সক্ষম। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

গুলশানে আওয়ামী লীগের মিছিলে অংশ নেওয়া ৩২ জন গ্রেফতার

রাজধানীর গুলশানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের ঝটিকা মিছিলে সরাসরি অংশ নেওয়ার অভিযোগে ৩২ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। এ সময় তাদের কাছ থেকে পাঁচটি ককটেল জব্দ করা হয়েছে। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মো. আকতার হোসেন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দাউদ হোসেন জানান, গতকাল শুক্রবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে গুলশান থানার ৩ নম্বর সড়কের একটি গলিতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ নেতাকর্মী জড়ো হন। তারা সেখানে মিছিল করার চেষ্টা করেন।পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে গেলে মিছিলকারীদের দিক থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ করা হয় বলে দাবি পুলিশের। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ দুটি রাবার বুলেট ছোড়ে। এতে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গাজী সুলতানের পদ স্থগিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী সুলতান জুয়েলের দলীয় সব পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছে। হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগে সংগঠন থেকে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক মুহম্মদ মুনির হোসেন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ নানা অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগে গাজী সুলতান জুয়েলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক পদসহ দলীয় সব পর্যায়ের পদ নির্দেশক্রমে স্থগিত করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

যে-কোনো মূল্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে হবে : মীর শাহে আলম

স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী এবং ডেঙ্গু সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি মীর শাহে আলম বলেছেন, যে-কোনো মূল্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে হবে। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে 'দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৬' কর্মসূচির অংশ হিসেবে ধানমন্ডিতে পরিদর্শনে গিয়ে তিনি একথা বলেন। এ সময় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন। তারা সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তা ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং মশা নিধন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেন, যে-কোনো মূল্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে হবে। কেবল নির্দিষ্ট সময়ের অভিযানে সীমাবদ্ধ না থেকে বছরজুড়ে এডিস মশার প্রজননস্থল চিহ্নিত করে ধ্বংস করতে হবে। পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমকে একটি ধারাবাহিক সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি সাধারণ নাগরিক, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক-স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

রাপা প্লাজার পার্কিংয়ে এডিসের লার্ভা, মশককর্মী বরখাস্ত

রাজধানীর ধানমন্ডির রাপা প্লাজার গ্রাউন্ড পার্কিং জোনে জমে থাকা পানিতে এডিস মশার লার্ভা পাওয়ায় রাপা প্লাজা কর্তৃপক্ষকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের প্রথম দিনেই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) এ অভিযান পরিচালনা করে। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে দায়িত্ব পালনে গাফিলতির প্রমাণ পাওয়ায় ডিএসসিসির অদক্ষ কর্মী সুশীল চন্দ্র রবিদাসকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি ডিএসসিসির স্বাস্থ্য শাখার ওয়ার্ড-১৫, অঞ্চল-১-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় ৩ মাস ব্যাপী অভিযানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এরই ধারাবাহিকতায় ধানমন্ডির রাপা প্লাজার গ্রাউন্ড পার্কিং জোন পরিদর্শনকালে জমে থাকা পানিতে এডিস মশার লার্ভা শনাক্ত করা হয়। এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে জরিমানার পাশাপাশি জমে থাকা পানি অপসারণ ও মশার প্রজননস্থল ধ্বংসের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মশার প্রজননস্থল শনাক্ত ও ধ্বংসের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলা যেমন বরদাশত করা হবে না, তেমনি দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করা সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

রাজস্ব আহরণে সব বিভাগকে তাগিদ রেলওয়ের

২০২৬-২৭ অর্থবছরের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব অর্জনে বাংলাদেশ রেলওয়ের সব বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ২৩ আগস্ট বাংলাদেশ রেলওয়ের মাসিক পর্যালোচনা সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনসমূহ স্ট্যান্ডার্ড কম্পোজিশন অনুযায়ী পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়। এছাড়াও সভায় সিদ্ধান্ত হয়, স্ক্র্যাপ বাবদ রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আহ্বানকৃত দরপত্রগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। স্ক্র্যাপ আয় কমার কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কমিউটার/লোকাল/মেইল ট্রেন লিজ প্রদানের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

ফটিকছড়িতে অস্ত্রসহ ডেভিড ইমনের সহযোগী 'টেস্টার মোবারক' গ্রেফতার

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্রসহ মো. মোবারক হোসেন ওরফে 'টেস্টার মোবারক' (৩২) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, তিনি আলোচিত সন্ত্রাসী ডেভিড ইমনের অন্যতম সহযোগী। গ্রেফতার মোবারক হোসেন উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নের মানিকপুর গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) মধ্যরাতে উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নের মানিকপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান বলেন, উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নের মানিকপুর-চাইল্লাতলী এলাকার কাশেম চেয়ারম্যানের টিলার একটি টংঘরে দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত সংঘবদ্ধ ডাকাত দল ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে মোবারক হোসেনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্যরা পালিয়ে যায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই আগামী দিনের বাংলাদেশের নেতৃত্ব তৈরি হবে

আজকের কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই আগামী দিনের বাংলাদেশের নেতৃত্ব তৈরি হবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমদ। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাজারবাগ পুলিশ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত 'ডিএমপি শিক্ষাবৃত্তি-২০২৫' প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ডিএমপি সদস্যদের কৃতী সন্তানদের মধ্যে ৪৩৭ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়। বৃত্তির আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ২৪৯ জন এবং উচ্চ শিক্ষা সহায়ক বৃত্তির আওতায় ১৮৮ জন রয়েছেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষাবৃত্তির অর্থ তুলে দেন ডিএমপি কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমদ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে ডেঙ্গুতে আরও ১ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৫৪

চট্টগ্রামে ডেঙ্গুর সংক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৫৪ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। একই সময়ে ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয়ের প্রকাশিত দৈনিক ডেঙ্গু রোগীর বিবরণী থেকে এ তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় সরকারি হাসপাতালগুলোতে ৪৪ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ২৬ জন, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ১০ জন, সিএমএইচে ২ জন এবং বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৬ জন ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে নতুন করে ১০ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চট্টগ্রামে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭৯৬ জনে। এর মধ্যে সরকারি হাসপাতালে ৪১৬ জন এবং বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ২ হাজার ৩৮০ জন রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

জননিরাপত্তায় পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসির সমন্বয় জোরদারে গুরুত্ব আরোপ

ন্যায়বিচার নিশ্চিত, আইনের শাসন সুসংহত ও জননিরাপত্তা জোরদার করার জন্য পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসির মধ্যে আরও কার্যকর সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসির দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় নিয়ে ঢাকায় আলোচনা সভা হয়েছে। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সম্মেলনকক্ষে এ সভা হয়। ঢাকা জেলা পুলিশের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকার সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. রফিকুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ভারপ্রাপ্ত) মো. মাহবুবুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার শামীমা পারভীন বলেন, বিচার বিভাগ ও পুলিশের মধ্যে সুসমন্বিত ও কার্যকর কর্মসম্পর্ক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন সুসংহত ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরাধ দমন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচারিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, আস্থা ও পেশাদার সমন্বয় প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ রিহাব)

গুলশানে ছাত্রলীগের মিছিল; প্রশাসন-গোয়েন্দা সংস্থা কেউ আঁচ করতে পারেনি?

রাজধানীর গুলশানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মিছিলের ঘটনায় প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে নিজের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে তিনি এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর লিখেছেন, 'ফ্যাসিস্ট আমলে গুলশানে ব্যক্তিগত কাজে লাজ ফার্মা/রেস্টুরেন্টে গেলেও বিভিন্ন সংস্থা রিপোর্ট করতো, কোনো কোনো সংস্থা প্রতিষ্ঠানের সিসি ক্যামেরা থেকে ছবি নিতো।' 'আর গতকাল গুলশানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভিআইপি/ডিপ্লোমেটিক এলাকায় নিষিদ্ধ সংগঠন ২০০/২৫০ লোক জড়ো হলো, মিছিল করলো!' নুর আরও বলেন, 'প্রশাসন, গোয়েন্দা সংস্থা কেউ আঁচ করতে পারেনি? বিষয়গুলো ভেবে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে অশনি সংকেত!' এর আগে, শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর গুলশানে ঝটিকা মিছিল করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। মিছিল থেকে দু-জনকে গ্রেফতারও করে পুলিশ। মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে গেলে মিছিলকারীরা পুলিশের দিকে ককটেল নিক্ষেপ করে। পরে পুলিশ গ্রেফতার দু-জনের কাছ থেকে পাঁচটি ককটেল উদ্ধার করে। ওই ঝটিকা মিছিলে সরাসরি অংশ নেওয়ার অভিযোগে এ পর্যন্ত ৩২ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মো. আকতার হোসেন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

জ্বালানি সাশ্রয়ের মধ্যে মার্চের চেয়ে জুলাইয়ে খরচ বেড়েছে সোয়া লাখ টাকা

বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে সরকারি নির্দেশনা থাকলেও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভিন্ন দপ্তরে জ্বালানি ব্যয় কমেনি। বরং কয়েকটি দপ্তরে সর্বশেষ মাসে আগের মাসের তুলনায় ব্যয় বেড়েছে। চলতি বছরের ৫ মার্চ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার নির্দেশনা দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এতে জ্বালানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক স্থাপনা এবং দেশের সব নাগরিককে অবিলম্বে সাশ্রয়মূলক ব্যবস্থা

নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সম্প্রতি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আগস্ট মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় জ্বালানি খরচের এ হিসাব উপস্থাপন করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

পরিবহণ খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে মালিক-শ্রমিকসহ সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে

চট্টগ্রাম নগরীর যানজট ও জনভোগান্তি কমাতে পরিবহণ মালিক, কন্ট্রাক্টর, চালক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেছেন, সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং না করা এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলার মাধ্যমে যানজট অনেকাংশে কমানো সম্ভব। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে চট্টগ্রাম বন্দর ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক ও কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন-২০২৬ এর নবনির্বাচিত নেতাদের শপথ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

মোহাম্মদপুরে কিশোর গ্যাংয়ের অস্তিত্ব থাকবে না : ডিএমপি কমিশনার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে কিশোর গ্যাংয়ের অস্তিত্ব থাকবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমদ। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মোহাম্মদপুরের বছিলা পুলিশ লাইন্সে নাগরিকদের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলাবিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ ঘোষণা দেন। কিশোর গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করার কথা উল্লেখ করে মোসলেহ উদ্দিন বলেন, এই মোহাম্মদপুরে কিশোর গ্যাংয়ের অস্তিত্ব থাকবে না। কিশোর গ্যাং বলে কোনো শব্দ থাকবে না। ডিএমপি কমিশনার উল্লেখ করেন, মোহাম্মদপুরে কিশোর গ্যাং, মাদক ও ছিনতাই- এই তিনটি বিষয় নিয়ে নাগরিকরা তাদের বক্তব্যে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে বেশিরভাগ নাগরিক বলেছেন, কিশোর গ্যাং ও মাদক কেনা-বেচা আগের চেয়ে কমেছে। ছিনতাইও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে বলে পুলিশের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে। গত তিন মাসের সঙ্গে তার আগের তিন মাসের অপরাধের পরিসংখ্যান তুলনা করলে কিশোর গ্যাং, মাদক ও ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে উন্নতির চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। তবে শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিচার করা ঠিক নয়। নাগরিকরা চান, মোহাম্মদপুরে কোনো ছিনতাই, কিশোর গ্যাং বা মাদক থাকবে না। পুলিশও সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে, বলেন তিনি। ডিএমপি কমিশনার আরও জানান, মাদক ও কিশোর গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে পুলিশের জিরো টলারেন্স রয়েছে। তবে শুধু পুলিশের পক্ষে এসব সমস্যা নির্মূল করা সম্ভব নয়। এজন্য নাগরিকদের সহযোগিতা প্রয়োজন। জনতার প্রতিরোধ কিন্তু সবচেয়ে বড়ো শক্তি। এটা শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা পৃথিবীতে উদাহরণ রয়েছে। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মোহাম্মদপুরের জনগণ যদি এলাকাভিত্তিক প্রতিরোধ করেন, তাহলে এই এলাকায় কোনো মাদক, কিশোর গ্যাং থাকতে পারবে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে প্রচেষ্টার ঘাটতি আছে, অবশ্যই আছে, এটা স্বীকার করতেই হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

ব্যাগ পেয়ে টানাটানি করছিল শিশুটি, হঠাৎ দেখলো ৪ টুকরো মরদেহ

রাজধানীর আদাবর ১০ নম্বরের হাক্কার পাড়ে খালের পাশ থেকে এক নারীর চার টুকরো মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহের আরও দুটি টুকরো এখনো উদ্ধার হয়নি। এক শিশু খালের পাশে দুটি ব্যাগ দেখতে পেয়ে টানাটানি শুরু করে। একপর্যায়ে ব্যাগের ভেতরে মরদেহের বিভিন্ন খণ্ডাংশ দেখতে পায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাগ থেকে চার টুকরো মরদেহ উদ্ধার করে। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় এ তথ্য জানান ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) ইবনে মিজান। তিনি জানান, স্থানীয় এক শিশু খালের পাশে দুটি ব্যাগ দেখতে পেয়ে টানাটানি শুরু করে। এক পর্যায়ে ব্যাগের ভেতরে মরদেহের বিভিন্ন খণ্ডাংশ দেখতে পায়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের চারটি টুকরো উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলে আদাবর থানার ওসি এবং সংশ্লিষ্ট জোনের পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত রয়েছেন। মরদেহটি কয়েক দিন আগের বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মরদেহ মধ্যবয়সি নারীর বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, মরদেহটি এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

জ্ঞানচর্চা প্রসারে ইসলামী বইমেলা বিশেষ ভূমিকা রাখবে : ধর্মমন্ত্রী

সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানচর্চা, পাঠাভ্যাস ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রসারে মাসব্যাপী ইসলামী বইমেলা বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন (কায়কোবাদ। তিনি বলেন, সব বয়সি মানুষ যেন ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক ও মানবিক গুণে গড়ে ওঠে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ ও ইসলামের প্রকৃত বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ মেলা সহায়ক হবে। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের পূর্ব চত্বরে 'মাসব্যাপী ইসলামী বইমেলা-২০২৬'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৮ হিজরি উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ এ মেলার আয়োজন করেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

নতুন কারা মহাপরিদর্শক ও অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শকের নিয়োগ বাতিল

কারা অধিদপ্তরের নতুন কারা মহাপরিদর্শক হিসেবে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ও অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক পদে কর্নেল মো. সাইদুল ইসলামকে নিয়োগের প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হয়েছে। এ দুই সেনা কর্মকর্তাকে

প্রেষণে এ নিয়োগ দিয়ে বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। এজন্য তাদের চাকরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। মোস্তফা কামাল কর্নেল থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং সাইদুল ইসলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল থেকে কর্নেল পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাদের দু-জনকে নিয়োগ দেওয়ার প্রজ্ঞাপনটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তাদের নিয়োগ দিয়ে জারি করা প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করা হয়েছে। এজন্য আরেকটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। তবে এই প্রজ্ঞাপনটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়নি। নিয়োগ দেওয়ার দিনই নিয়োগের প্রজ্ঞাপন আবার বাতিল করার কারণ সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানা যায়নি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. আকনুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, 'আমি একটু হাসপাতালে আসছি। আপনি ওয়েবসাইট দেখে এ বিষয়ে জেনে নেন' বলেই ফোন কেটে দেন। গত ১৯ আগস্ট কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ মোতাহের হোসেনকে সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

আমাদের দেশ এখন ভালো নেই, সরকারও তা স্বীকার করতে বাধ্য

বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, 'আমাদের দেশ এখন ভালো নেই, এটা আমরা সবাই স্বীকার করছি। সরকারও তা স্বীকার করতে বাধ্য। আমরা একটি ভালো দেশ চাই। দেশ গড়ার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, বিরোধী দলেরও রয়েছে। উভয়পক্ষকে মিলে দেশ গড়তে হবে। বর্তমানে মহাসংকটে রয়েছে দেশ- বিশেষ করে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল জেলা শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল সমাবেশ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আমরা ছয়টি জনদাবি নিয়ে দ্বিতীয় দফায় রাস্তায় নেমেছি। প্রথম দফায় বিভাগীয় শহরগুলোতে সমাবেশ করেছি। সেটি শেষ হওয়ার পর গত ৫ আগস্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম লংমার্চের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দফার কর্মসূচি শুরু করেছি। আমাদের কোনো দলীয় দাবি নেই, এগুলো জনদাবি। তিনি বলেন, প্রথম দফার কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। কর্মসূচিগুলো নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খল ছিল। 'হৈ-হুল্লোড়, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ বা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে দেশের কোনো ক্ষতি করতে চাই না আমরা। জামায়াত আমির বলেন, আমরা জনগণের দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছি। তাহলে জনগণের ক্ষতি করব কেন? বরং জনগণকে সম্পৃক্ত করে দাবি আদায়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ হবো। সরকার একসময় হয়ত এসব দাবি বিবেচনায় নিতে বাধ্য হবে এবং বিষয়গুলোর সমাধানের পথ বের করবে। সরকার সহযোগিতা চাইলে বিরোধী দল হিসেবে পাশে থাকার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, সরকার দেশের ও জাতির প্রয়োজনে আমাদের সহযোগিতা চাইলে আমরা সব সময় প্রস্তুত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও টুডে

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবার সহযোগিতা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও দেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সারা দেশের মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান উদ্বোধন করে এ আহ্বান জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশের পরিবর্তন আনতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সবাই মিলে দেশ গঠন করতে চাইলে কোনো বাধাই সেটি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।' তিনি বলেন, 'আগামী তিন মাস ডেঙ্গু সমস্যা মোকাবিলায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে। শতভাগ সমাধান সম্ভব না হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে। তারেক রহমান বলেন, 'নিজেকে সুস্থ রাখি, সমাজকে সুস্থ রাখি।' প্রতি সপ্তাহে এক ঘণ্টা করে পরিচ্ছন্নতার জন্য সময় দিলে অবশ্যই পরিস্থিতির পরিবর্তন আসবে। যত্রতত্র ময়লা ফেলা থেকে বিরত থাকতে সবাইকে আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পরিচ্ছন্ন দেশ গড়তে প্রত্যেক নাগরিকের ভূমিকা রয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দেশের মানুষ দেখিয়ে দিয়েছে পরিবর্তন সম্ভব। এবার রাষ্ট্রকে পরিবর্তন করি।'
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ এলিনা)

তরুণরা চাইলে দেশকে পরিবর্তন করা সম্ভব : প্রধানমন্ত্রী

দেশের উন্নয়ন ও রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বিশেষ করে দেশের তরুণদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একটা দেশের তরুণ সমাজ যদি দেশকে পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে করা সম্ভব। আমাদের তরুণ সমাজ যে পরিবর্তন করতে পারে, সেটি ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সারাবিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে। পরিবর্তনের সূচনা সেখান থেকেই তরুণ সমাজ করেছে।' তাই তাদের কাছে আমার আহ্বান, 'আসুন এবার রাষ্ট্রকে, দেশকে আমরা পুনর্গঠন করি। আগামী তিন মাসে আমাদের ডেঙ্গুর সমস্যা আমরা সমাধান করার চেষ্টা করি। হয়ত আমরা শতভাগ পারবো না, কিন্তু অন্তত ৮০ শতাংশ আমরা পারবো।' আজ শনিবার সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তিন মাসব্যাপী সারাদেশে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার এবং সরকারি, বেসরকারি ও সামাজিক উদ্যোগকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আজ ১২ সেপ্টেম্বর

থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি আগামী ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশজুড়ে চলমান থাকবে। ঢাকা কেন্দ্রিক উদ্যোগের পাশাপাশি দেশের সব জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও একযোগে এ সচেতনতামূলক ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি যতটুকু জানি, বাংলাদেশের স্কাউটস-এর সংখ্যা প্রায় ২৩ লাখ, বিএনসিসি'র সদস্য সংখ্যা ২২ হাজার। এছাড়া প্রাথমিক স্কুল, মাদ্রাসা ছাড়াও সারাদেশে হাইস্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। আর প্রাথমিক স্কুল ও এবতেদায়ি মাদ্রাসায় রয়েছে আড়াই কোটি শিক্ষার্থী। তিনি বলেন, এছাড়া আজ অনলাইনে প্রায় সবগুলো জেলা এখানে কানেক্টেড আছে। গার্লস গাইড, বিএনসিসি স্কাউটস, ভলেন্টিয়ারসহ আপনাদের সবার কাছে আমি একটি সাহায্য চাই। সেটি হলো, এই দেশটাকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আমরা সবাই আজকে এখানে একত্রিত হয়েছি। আমরা একটি লক্ষ্য নিয়ে একত্রিত হয়েছি। সেটি হলো দেশ গড়ার লক্ষ্য। তারেক রহমান বলেন, আমরা জানি কীভাবে ডেঙ্গু হয়। ভাঙ্গারি, কাগজপত্র বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকে, প্লাস্টিক ও মাটির বিভিন্ন জিনিস পড়ে থাকতে দেখা যায়। সেখানে পানি জমে এই ডেঙ্গু বহনকারী এসিড মসার তৈরি হয়। কাজেই আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করলে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারব। তিনি বলেন, 'এই মাঠে আমরা যত মানুষ আজকে উপস্থিত আছি, প্রত্যেকে পানি খাই এবং প্রত্যেকে যদি একটা করে কিছু মাঠে ফেলে দেই, এখানে হয়ত কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু এই ময়লাগুলা আস্তে আস্তে জমা হয়ে আবর্জনা হবে। সেখান থেকে রোগ জীবাণু তৈরি হবে। আপনি বা আপনার প্রিয়জন অসুস্থ হয়ে যাবে। 'তাই আসুন, আমরা নিজেকে সুস্থ রাখি। নিজের পরিবারকে সুস্থ রাখি। নিজের সমাজকে সুস্থ রাখি। নিজের দেশকে আমরা সুস্থ রাখার চেষ্টা করি। এই কাজটা কিন্তু খুব কঠিন না।' তারেক রহমান বলেন, আজকে হয়ত আপনাদের একটু কষ্ট হবে। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে এক ঘণ্টা যদি আমরা নিজের বাসা, স্কুল, কলেজ বা প্রতিষ্ঠান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য কাজ করি, তাহলে অবশ্যই দ্রুত এই পরিবর্তন আনতে আমরা সক্ষম হবো। তিনি বলেন, আমরা রাস্তাঘাট দিয়ে যখন যাই, দেখি বহু মানুষ অসচেতনভাবে যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলছে। তাদের সচেতন করতে হবে। যারা ময়লা করবে, যারা আবর্জনা তৈরি করবে, আমাদের তাদেরকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, 'তাই কথা একটাই। কাজ, কাজ, আর কাজ এবং পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্ন আর পরিচ্ছন্নতাই হতে হবে আমাদের আগামী দিনের মূল লক্ষ্য।' (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ এলিনা)

আসুন, এবার রাষ্ট্রকে আমরা পুনর্গঠন করি : প্রধানমন্ত্রী

দেশের উন্নয়ন ও রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বিশেষ করে দেশের তরুণদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একটা দেশের তরুণ সমাজ যদি দেশকে পরিবর্তন করতে চায় তাহলে করা সম্ভব। আমাদের তরুণ সমাজ যে পরিবর্তন করতে পারে, সেটি ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সারাবিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে। পরিবর্তনের সূচনা সেখান থেকেই তরুণ সমাজ করেছে।' তাই তাদের কাছে আমার আহ্বান, 'আসুন এবার রাষ্ট্রকে, দেশকে আমরা পুনর্গঠন করি। আগামী তিন মাসে আমাদের ডেঙ্গুর সমস্যা আমরা সমাধান করার চেষ্টা করি। হয়ত আমরা শতভাগ পারবো না, কিন্তু অন্তত ৮০ শতাংশ আমরা পারবো।' আজ শনিবার সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তিন মাসব্যাপী সারাদেশে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার এবং সরকারি, বেসরকারি ও সামাজিক উদ্যোগকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আজ ১২ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি আগামী ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশজুড়ে চলমান থাকবে। ঢাকাকেন্দ্রিক উদ্যোগের পাশাপাশি দেশের সব জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও একযোগে এ সচেতনতামূলক ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি যতটুকু জানি বাংলাদেশের স্কাউটস-এর সংখ্যা প্রায় ২৩ লাখ, বিএনসিসির সদস্য সংখ্যা ২২ হাজার। এছাড়া প্রাথমিক স্কুল, মাদ্রাসা ছাড়াও সারাদেশে হাই স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। আর প্রাথমিক স্কুল ও এবতেদায়ি মাদ্রাসায় রয়েছে আড়াই কোটি শিক্ষার্থী। তিনি বলেন, এছাড়া আজ অনলাইনে প্রায় সবগুলো জেলা এখানে কানেক্টেড আছে। গার্লস গাইড, বিএনসিসি স্কাউটস, ভলেন্টিয়ারসহ আপনাদের সবার কাছে আমি একটি সাহায্য চাই। সেটি হলো, এই দেশটাকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আমরা সবাই আজকে এখানে একত্রিত হয়েছি। আমরা একটি লক্ষ্য নিয়ে একত্রিত হয়েছি। সেটি হলো দেশ গড়ার লক্ষ্য। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ আসাদ)

শেখ হাসিনা বিশ্বের সেরা অভিনেত্রী : স্পিকার

শেখ হাসিনা বিশ্বের সেরা অভিনেত্রী বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের গণভবনে ডেকে তাদের স্ত্রী-সন্তানদের মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতেন। অথচ তার ভেতরেই লুকিয়ে থাকত গুমের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার হিংস্র মনোভাব। শনিবার সকাল ১১টার দিকে লালমোহন উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে এক মতবিনিময়সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন বলেন, গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের শেখ হাসিনা আশ্বস্ত করতেন- তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তিনি নিজেই জানতেন, গুম হওয়া ব্যক্তিরা কোথায় আছেন। তার এসব আচরণ ও অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি বিশ্বের সেরা অভিনেত্রীর অভিনয় করেছেন। জনগণ তখন বিষয়টি বুঝতে পারেনি। এখন

জনগণের কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে গুম হওয়া ব্যক্তিদের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এখন জনগণের কাছে বিষয়গুলো প্রমাণিত হয়েছে। শেখ হাসিনা নিজেই ছিলেন গুমের নির্দেশদাতা। হাফিজ উদ্দিন বলেন, ১৭ বছরের কৃতকর্মের কারণে কুখ্যাত নেত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন এবং প্রধান বিচারপতিও পালিয়ে গেছেন। বায়তুল মোকাররম মসজিদের ইমামও পালিয়ে গেছেন। যে যেই পদে ছিলেন এই ১৭ বছর, সব পালিয়েছেন। ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নিয়েছেন ৬০০ পুলিশ অফিসার। পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজীর সম্পর্কে স্পিকার বলেন, পুলিশ বিভিন্ন থানায় আওয়ামী লীগ সরকারকে খুশি করার জন্য, নিজেরা দুই পয়সা বানাবার জন্য, সারা বাংলাদেশের মানুষের ওপর কী অত্যাচার-নিপীড়ন করেছে। যে কারণে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে পিয়ন চাপরাশি পর্যন্ত পালাইছে। পুলিশের এক আইজিপি বেনজীর আহমেদের কাহিনী কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন। ও কত বড়ো চোর? বাংলাদেশের জায়গাজমির একটা বিরাট অংশ সে নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যার নামে লিখে নিয়েছে। বনাঞ্চল নিজের দখলে নিয়ে নিয়েছে। তার কত যে বাড়িঘর, তা সীমাহীন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ জায়গা থেকে সবগুলো, এখানেও যারা বিনা ভোটে তথাকথিত এমপি ছিল, আমাদের ঘরের মধ্যে আটকে রেখে এমপি হয়েছিল, তাদের যে কত বাড়িঘর আছে আল্লাহ-মাবুদ জানেন। গ্রামে, ঢাকা ও বিদেশে বহু জায়গায় এদের সম্পদ। এই সব সম্পদ করছেন এরা রাজনীতি করার নামে। একের পর এক আসে আর লুটপাট করে চলে যায়। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের এ জন্যই মানুষ দেখতে পারে না। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ আসাদ)

বঙ্গোপসাগরে ১২ জেলেকে উদ্ধার করেছে নৌবাহিনী

বঙ্গোপসাগরে বিকল হয়ে পড়া ট্রলারসহ ১২ জেলেকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বৃহস্পতিবার রাতে বঙ্গোপসাগরে টহলকালে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ইঞ্জিন বিকল হয়ে সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় থাকা 'এফবি নাঈম' নামে একটি মৎস্য ট্রলারসহ ১২ জেলেকে উদ্ধার করে নৌবাহিনী জাহাজ পদ্মা। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বঙ্গোপসাগরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত বহাল থাকা সত্ত্বেও রাতের অন্ধকার, বৈরী আবহাওয়া ও সি স্টেট ৪-এর উত্তাল সমুদ্র পরিস্থিতিতে বানৌজা পদ্মা তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে। কয়েক ঘণ্টার তীব্র অনুসন্ধান শেষে রাডারের মাধ্যমে ভাসমান ট্রলারটি শনাক্ত করে। রাত প্রায় সাড়ে দশটায় বানৌজা পদ্মা সফলভাবে 'এফবি নাঈম' ও এতে থাকা ১২ জন জেলেকে উদ্ধার করে। উদ্ধারকালে নৌবাহিনীর সদস্যরা জেলেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করেন। এ ছাড়া, মাছ ধরার সময় আহত একজন জেলেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রতিকূল আবহাওয়া ও উত্তাল সমুদ্রের মধ্যেই বানৌজা পদ্মা ট্রলারটিকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার টোয়িং করে সুন্দরবন সংলগ্ন দুবলার চরে অবস্থিত বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের আউটপোস্টের নিকট নিরাপদে নিয়ে যায়। পরে ট্রলারসহ উদ্ধারকৃত ১২ জন জেলেকে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জেলেদের ভাষ্যমতে, ট্রলারটি গত ৮ সেপ্টেম্বর পায়রা বন্দর থেকে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে যায়। পরবর্তীতে ৯ সেপ্টেম্বর রাতে ট্রলারটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায় এবং এটি ১২ জন জেলেসহ বঙ্গোপসাগরে ভাসতে থাকে। প্রতিকূল আবহাওয়া ও উত্তাল সমুদ্রের মধ্যেও সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত জেলে ও নৌযানকে দ্রুত উদ্ধার করে নিরাপদে পৌঁছে দেয় নৌবাহিনী।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ এলিনা)

'বাধ্য হয়ে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আমরা রাজপথে নেমেছি : ডা. শফিকুর রহমান

জনগণের অধিকার আদায়ে রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, দেশের মানুষ ভালো নেই, দেশও ভালো নেই। বিদ্যুৎ ও সারের সংকট চরমে। মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। আমরা জনগণের কষ্টের কথা জাতীয় সংসদে বলার চেষ্টা করছি। কিন্তু সরকার আমাদের কথা বলতে দিচ্ছে না। বাধ্য হয়ে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আমরা রাজপথে নেমেছি। শনিবার সকালে বগুড়ার ধুনট উপজেলার মানিকপোটল (মরিচতলা) গ্রামের একটি স্থানীয় মাদ্রাসা মাঠে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে, সকালে ডা. শফিকুর রহমান মানিকপোটল গ্রামের আব্দুল মালেকের কবর জিয়ারত করেন। কবর জিয়ারত শেষে ডা. শফিকুর রহমান আব্দুল মালেকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ ভালো নেই। রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও বেহায়াপনায় ভরে গেছে। সাধারণ মানুষ ভালো নেই, তারা চরম বিপাকে পড়েছে। সারাদিন পরিশ্রম করে ঘরে ফিরে বিশ্রাম নেবে বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুৎ যায় না মাঝে মাঝে আসে। আমরা যখন কথাগুলো সংসদে বলি, তখন বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, কারেন্টের লাইনগুলো লম্বা হওয়ার কারণে আসতে দেরি হয়। তিনি আরও বলেন, সারাদেশে তীব্র জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম, গ্রহণ করেনি। সারাদেশে সংকট থাকলেও সংসদে মন্ত্রী, এমপিদের কাছে কোনও সংকট নেই। কৃষক সার পাচ্ছে না। ১৪০০ টাকার সার ২২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সরকার ঘাটে ঘাটে চোর বসিয়েছে। এভাবে সমাজ চলতে পারে না। এর একটা আমল পরিবর্তন দরকার। আমরা সেই পরিবর্তনের জন্য মাঠে নেমেছি জনগণকে মুক্তি দিতে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ এলিনা)

আওয়ামী লীগের মিছিলে গোয়েন্দা সংস্থার চরম গাফিলতি রয়েছে : রিজভী

শুক্রবার দিনেদুপুরে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আওয়ামী লীগের মিছিল বের হওয়ার ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার চরম গাফিলতি রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। পাশাপাশি দেশে চলমান জ্বালানি সঙ্কটকে কৃত্রিম বা পরিকল্পিত কি না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এ বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান ও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে ১২ দলীয় জোট আয়োজিত 'চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, একটি নিষিদ্ধ সংগঠন কীভাবে রাজধানীসহ প্রকাশ্যে মিছিল করার দুঃসাহস দেখায়? আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তখন কী করছিল? তাদের এই গাফিলতির কারণ খতিয়ে দেখতে হবে। আওয়ামী লীগের রক্তেই সহিংসতা। তারা আবার ফিরে এসে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেবে কিংবা রাজনীতি করবে- জনগণ তা মেনে নেবে না। ফ্যাসিবাদের পুনর্বাসন ঠেকাতে সবাইকে সজাগ ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। চলমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সঙ্কট নিয়ে রিজভী বলেন, বিরোধী দল হিসেবে সরকারের সমালোচনা করা স্বাভাবিক, তবে অযৌক্তিক বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখানো ঠিক নয়। গ্যাসের সংকট তো সরকার সৃষ্টি করেনি, এর জন্য তারেক রহমানও দায়ী নন। এটি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণেও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত। সরকার তা সমাধানের নিরন্তর চেষ্টা করছে। তবে একের পর এক যে ত্রুটি ও সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তা দেখে মানুষের মনে প্রশ্ন উঠছে- এই জ্বালানি সঙ্কট পরিকল্পিত কি না। রংপুরের সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড এবং সরকারের ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড ও বয়স্ক ভাতার মতো উদ্যোগগুলো বন্ধ করার চক্রান্ত তারই অংশ হতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ এলিনা)

ভেনিস উৎসবে ক্রিটিকদের বিশেষ স্বীকৃতি পেলেন রুবাইয়াত

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বিজয়রথ অব্যাহত। বহুল আলোচিত চলচ্চিত্র 'দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড'-এর জন্য ৮৩তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্বতন্ত্র চলচ্চিত্র সমালোচকদের সম্মানজনক পুরস্কার 'প্রেমিও বিসাতো দ'ওরো' অর্জন করেছেন বাংলাদেশি নির্মাতা রুবাইয়াত হোসেন। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) ইতালির ভেনিসে এই স্বীকৃতির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। এর আগে, প্রথম বাংলাদেশি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসেবে ৮৩তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের মর্যাদাপূর্ণ 'অরিজন্তি' প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়েছিল ছবিটি। সেই আন্তর্জাতিক মঞ্চেই এবার মিললো ক্রিটিকদের বিশেষ স্বীকৃতি। সমকালীন ঢাকার পটভূমিতে নির্মিত এই চলচ্চিত্রের মূল চরিত্র 'জাইনিন'। বিয়ের আগের রূপচর্চা ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির মধ্যে গিয়ে এক তরুণী কীভাবে উপলব্ধি করে যে, তার নিজের শরীরই এক অমূল পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে- তা নিয়েই গল্পের বুনন। নারীবাদী ফোক হরর, বডি হরর ও অতিপ্রাকৃত ধারার মিশ্রণে নির্মিত চলচ্চিত্রটিতে নারীর শরীর, পারিবারিক প্রত্যাশা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পুরস্কার পেয়ে অনুভূতি জানাতে গিয়ে রুবাইয়াত হোসেন বলেন, খুবই অন্তরঙ্গ অনুভূতি থেকে 'দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড' নির্মাণ করেছি। নারীরা কীভাবে নিজেদের শরীর ধারণ করতে, নিয়ন্ত্রণ করতে এমনকি ভয় পেতে শেখে, তা ভাবিয়েছে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম ক্রিটিকদের এই স্বীকৃতি আমার জন্য ভীষণ অর্থবহ। এই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে বিশ্ব দর্শক বাংলাদেশকে কেবল সামাজিক বাস্তবতায় নয়, বরং তার কল্পনা, রূপকথা, অন্ধকার ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করুক। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১২.০৯.২০২৬ এলিনা)

২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নীত হবে : অর্থ উপদেষ্টা

২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে উন্নীত করার লক্ষ্য সামনে রেখে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। তিনি বলেছেন, ঋণনির্ভর ও পৃষ্ঠপোষকতাভিত্তিক অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থাননির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে চায় সরকার। একইসঙ্গে স্বজনপ্রীতি, বৈষম্য ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা কাটিয়ে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শনিবার সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত 'কানেক্টিং নলেজ, পলিসি অ্যান্ড প্র্যাকটিস ফর বেটার গভর্ন্যান্স' শীর্ষক জাতীয় গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, নীতি-নির্ধারক, উন্নয়নকর্মী, সাংবাদিক ও বিভিন্ন পর্যায়ের পেশাজীবীরা অংশ নেন। রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, অর্থনীতিকে টেকসই ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে উৎপাদন ও বিনিয়োগের সুযোগ বাড়াতে হবে। বিদ্যুৎ খাতের সংকটের কারণে জনগণের ভোগান্তি কমাতে সরকার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চলছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বজনপ্রীতি ও বৈষম্যে ছেয়ে গেছে। বাংলাদেশে জ্বালানি থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বজনশীলতা ও পৃষ্ঠপোষকতানির্ভর সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। এর ফলে একদিকে বেকারত্ব বেড়েছে, অন্যদিকে বৈষম্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাইয়ের আন্দোলনের মধ্যদিয়েও বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। তাই বৈষম্য কমানো, সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করা এবং সবার অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করতে শক্তিশালী ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরি। তিতুমীর বলেন, শাসকরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন- এর মধ্যদিয়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়েছে যে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ আসাদ)

পুলিশের উর্ধ্বতন ৫ কর্মকর্তাকে বদলি

বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার পাঁচ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। শনিবার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট-১ শাখার অতিরিক্ত ডিআইজি স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ দেওয়া হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতেখার হাসান আমিনকে কুমিল্লা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে স্পেশাল ব্রাঞ্চে ঢাকায় বদলি করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. নাঈম আবদুল্লাহকে পাবনার বেড়া সার্কেল থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশে বদলি করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিয়াস বসাককে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর সার্কেল থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, শিল্পাঞ্চল পুলিশে বদলি করা হয়েছে। সহকারী পুলিশ সুপার শ্যামলী রানি বর্মনকে নওগাঁর সাপাহার সার্কেল থেকে সহকারী পুলিশ সুপার, শিল্পাঞ্চল পুলিশে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া সহকারী পুলিশ সুপার মো. রাকিবুর রহমানকে খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয় থেকে সহকারী পুলিশ সুপার, মাধবপুর সার্কেল, হবিগঞ্জে বদলি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বদলি করা কর্মকর্তাদের আগামী ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থলের দায়িত্বভার অর্পণ করে নতুন কর্মস্থলে যোগদানের জন্য অবমুক্ত হতে হবে। অন্যথায় ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে তারা তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত হিসেবে গণ্য হবেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ আসাদ)

রাজধানীতে ১০ টুকরো মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর আদাবর থেকে হাত ও গলাকাটা অবস্থায় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহটি প্রায় ১০ টুকরো করা হয়েছে বলে জানা গেছে। শনিবার আদাবর ১০ নম্বরের হাক্কার মোড় এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায়, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তবে নিহত ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। কী কারণে এবং কারা তাকে হত্যা করেছে, সেই বিষয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও হত্যার রহস্য উদঘাটনে কাজ চলছে। আদাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, এক নারীর দুই হাত ও মাথা উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এখনো তার নাম-পরিচয় জানা যায়নি। বিস্তারিত পরে জানানো হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ আসাদ)

জাতীয় ঈদগাহ এলাকা থেকে ২ মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ ময়দান সংলগ্ন ফুটপাত ও কদম ফোয়ারা মোড় থেকে দুই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার দুপুরে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার হাওয়া দুই মরদেহের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক তৌফিক হাসান জানান, দুপুরে হাইকোর্ট মাজার ও জাতীয় ঈদগাহ সংলগ্ন ফুটপাতে দুই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে পথচারীরা থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অচেতন অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশের এই কর্মকর্তা আরো জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, নিহতরা ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। অসুস্থতাজনিত কারণে তাদের মৃত্যু হতে পারে। তাদের পরিচয় শনাক্তে সিআইডির ফরেনসিক টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ আসাদ)

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন নিয়ে কেউ কেউ বিতর্ক তৈরির চেষ্টা করছেন : আইনমন্ত্রী

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে আনা সাম্প্রতিক সংশোধনীকে হেবা আইনের লঙ্ঘন বলে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, হেবা আইনে স্পর্শ করার ক্ষমতা ইহজাগতিক কারও নাই। শনিবার বিকেলে যশোর শহরের পিটিআই হলরুমে চাকরি মেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আইনমন্ত্রী বলেন, বৃদ্ধ বাবা-মাকে সুরক্ষা দিতে ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে এই সংশোধনী আনা হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, হেবা আইনসহ অন্য যে-কোনো আইনের অধীনে দান, উইল বা অন্য কোনোভাবে সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই সংশোধনী কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না। তিনি অভিযোগ করেন, সংশোধনীর এই অংশটুকু না পড়েই কেউ কেউ বিতর্ক তৈরির চেষ্টা করছেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশে আরও ৫ বিলিয়ন ডলার মার্কিন বিনিয়োগ আনার লক্ষ্য : বাণিজ্যমন্ত্রী

বাংলাদেশে আগামী পাঁচ বছরে অতিরিক্ত ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মার্কিন বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যে সরকার ও আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ অ্যামচ্যাম একসঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারণে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত। শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর র‍্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন বলরুমে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ এর ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন, অ্যামচ্যামের সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল, সহ-সভাপতি আলা উদ্দিন আজাদ, সাবেক সভাপতিবৃন্দ, কার্যনির্বাহী কমিটির বর্তমান ও সাবেক সদস্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী

নেতা ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, গত তিন দশকে অ্যামচ্যাম বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি শুধু একটি ব্যবসায়িক সংগঠন নয়, বরং সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বর্তমানে ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। তবে এই সম্পর্ক শুধু বাণিজ্যের পরিসংখ্যানে সীমাবদ্ধ নয়। মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান, জ্ঞান ও বৈশ্বিক সর্বোত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির জানান, অ্যামচ্যামের সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে এবং দেশের জাতীয় রাজস্বে ২০ শতাংশেরও বেশি অবদান রাখছে। এই বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রতি মার্কিন ব্যবসায়ীদের আস্থার প্রতিফলন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ আসাদ)

৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির বইয়ে এআই, রোবোটিক্স, মেশিন লার্নিং ও সাইবার সিকিউরিটিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে

আগামী শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ে এআই, রোবোটিক্স, মেশিন লার্নিং ও সাইবার সিকিউরিটিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা মাহদী আমিন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এই মুখপাত্র। তিনি বলেন, কেবল মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েই নয়, বরং উচ্চশিক্ষা বা টারশিয়ারি লেভেলেও স্টেম শিক্ষাকে সমানভাবে অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার দিতে হবে। শনিবার বিকেলে রাজধানীর বিজয় সরণিস্থ নভোথিয়েটারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বাংলাদেশ ইনোভেশন ফেয়ার ২০২৬'-এর প্লেনারি সেশনে মাহদী আমিন একথা বলেন। প্রযুক্তিনির্ভর ও দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক কাঠামোর সঙ্গে তাল মেলাতে দেশের স্টেম শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন। প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনায় এই প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার প্রসারে কাজ চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান পারস্পরিক আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে স্টেমের চারটি বিষয় মূলত পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। বিশ্বমানের দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের উপযোগী নাগরিক তৈরির জন্য এই সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্টেম শিক্ষার ওপর এই বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অর্থবহ অবদান রাখতে সক্ষম হবে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ আসাদ)

রবিউস সানি মাসের চাঁদ দেখা গেছে, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম ২৩ সেপ্টেম্বর

দেশের আকাশে ১৪৪৮ হিজরি সনের পবিত্র রবিউস সানি মাসের চাঁদ দেখা গেছে। ফলে রোববার থেকে নতুন মাস গণনা শুরু হচ্ছে। সেই হিসাবে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর বুধবার সারাদেশে পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম পালিত হবে। শনিবার সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররম ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে আয়োজিত জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন কায়কোবাদ। দেশের বিভিন্ন জেলা প্রশাসন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয়, আবহাওয়া অধিদফতর এবং মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে চাঁদ দেখার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১২.০৯.২০২৬ আসাদ)

BBC

S. ARABIA SHUTS OIL PIPELINE AFTER DRONE ATTACK LAUNCHED FROM IRAQ

Saudi Arabia has closed a critical oil pipeline after it was attacked by drones launched from Iraq, as conflict in the Middle East widens. Iraq said it had fired a military commander and launched an investigation after admitting the drone attack on its neighbour's East-West pipeline had originated in one of its provinces bordering Iran. The 1,200km pipeline has helped Saudi Arabia - the world's largest crude oil exporter - bypass the Strait of Hormuz. The incident comes amid a major advance by the Iranian-backed Houthi rebels in Yemen, putting more pressure on global oil shipping routes as the US-Iran war stretches into its seventh month. (BBC News Web Page: 12/09/26, FARUK)

A UNITED IRELAND WOULD BE 'FANTASTIC' SAYS TRUMP DURING IRISH VISIT

US President Donald Trump has said he would love to see a United Ireland while at a meeting with the Irish Prime Minister during a visit in Dublin. Trump is on a two-day visit to the country where earlier he had a courtesy call with the Irish President Catherine Connolly at the Aras an Uachtarain - the official residence of the Irish president. He has been attending meetings in Dublin, before travelling to the Amgen Irish Open golf tournament later on Saturday. Trump said a united Ireland would happen eventually and that the Irish Prime Minister was "the right man over here to get it moving". During his meeting with Micheal

Martin at Farmleigh House, in Phoenix Park, Trump said a united Ireland would be a "fantastic thing". (BBC News Web Page: 12/09/26, FARUK)

DEATH TOLL FROM PHILIPPINES FERRY FIRE CLIMBS TO 35

The Philippines coast Guard says it has recovered 30 bodies from the wreckage of a ferry that caught fire this week, bringing the total death toll to 35. More than 130 people were on board the MV June Aster when the blaze erupted on Wednesday as it neared its destination at the tourist hotspot of Coron, after departing from Manila. Forty-three people were rescued, with many receiving treatment in hospital, and searches continue for more than 50 people who remain unaccounted for. The country's coast guard says more bodies remain on the boat, which they were unable to board until Friday due to toxic fumes and lingering heat. (BBC News Web Page: 12/09/26, FARUK)

UKRAINE FACES 'TOUGHEST WINTER' SINCE RUSSIA'S FULL-SCALE INVASION

Ukraine is facing its "toughest winter" since Russia's full-scale invasion in 2022, a top United Nations official told the BBC. Alexander De Croo, head of the UN development agency, said there was a risk of "humanitarian catastrophic" if Russian attacks cut off access to power and water. Speaking in Ukraine, De Croo - the UN's third most senior official - accused Russia of systematically targeting the country's energy infrastructure. He said there was now a "race against the clock" to repair the power network before winter sets in and temperatures plummet. Russia and Ukraine have been intensifying aerial attacks in recent months, and both deny deliberately targeting civilian infrastructure.

(BBC News Web Page: 12/09/26, FARUK)

NORTH KOREA FIRES BALLISTIC MISSILES OFF EASTERN COAST: SEOUL

North Korea has fired ballistic missiles towards the sea off its eastern coast, according to South Korea's military. South Korea's Joint Chiefs of Staff (JCS) said that it detected several missiles launched from North Korea's eastern coastal area of Wonsan about 5:20am on Saturday, which flew about 250 kilometres. It added that it is closely exchanging information on the launches with the United States and Japan. South Korea's presidential National Security Office said it held an emergency security meeting with the Defence Ministry, the JCS and other relevant agencies following the launch.

(BBC News Web Page: 12/09/26, FARUK)

XI LANDS IN INDIA FOR BRICS SUMMIT OVERSHADOWED BY WARS

Chinese President Xi Jinping has landed in New Delhi to attend a BRICS summit, alongside leaders from India, Russia and Iran, as wars, trade and energy test the divided grouping. XI departed on Saturday for the 18th BRICS summit at the invitation of Indian Prime Minister Narendra Modi, the Chinese state-run news agency Xinhua reported. His entourage includes Foreign Minister Wang Yi and high-ranking Chinese Communist Party official Cai Qi. The conflicts in the Middle East and Ukraine, along with global trade turbulence and energy security, are expected to dominate the two-day meeting of the 11-nation bloc.

(BBC News Web Page: 12/09/26, FARUK)

:: THE END ::